হিন্দা-হাফেজ।

(গীতিনাট্য)

"মিনার্ভা থিয়েটারে" অভিনয়ার্থ

শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মিত্র প্রণীত।

প্রথম অভিনয় রজনী

শনিবার ৩রা শ্রাবণ, ১৩১৫ সাল।

কলিকাতা।

২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল লাইব্রেরী হইতে

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

মূল্য ॥০ আট আনা মাত্র।

৮০ নং বিডন ষ্ট্রীটস্থ কুন্তলিকা প্রেস হইতে
শ্রীকরুণাময় সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

আমীর-আল-হাসান (ইরাণজেতা) ... আরবের বাদসাহ।
হাফেজ ... ... ইরাণের অগ্নিমন্দির রক্ষকদিগের নেতা।
জিযাফ ... ... ঐ সহকারী।
ইউসফ ... ... ইরাণের জনৈক অগ্নিমন্দির রক্ষক।
পরভেজ . ... ইউসফের ভৃত্য।
সরোযারজঙ্গ ... ... আরব সেনাপতি।
অনুচরগণ, রক্ষিগণ, পোতাধ্যক্ষ্য, নাবিকগণ, আরবসৈন্যগণ, ইরাণীযুবকগণ, হিন্দুস্থানী বাজিকরগণ ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

হিন্দা . ... বাদসাহের অবিবাহিতা কন্যা।
বাহান্নবেগম .. ... সাহাজাদা বেণজাহাদের পত্নি।
আতস বিবি ... ... ইরাণদেশীয়া প্রধানা নর্ত্তকী।
নুরী ... ... ঐ দাসী।
হিন্দার বাঁদীগণ, হুরীগণ, বাজীকারিণী ইত্যাদি।

হিন্দা-হাফেজ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

সুলতানী হামাম।

স্ফটিক দর্পণ সম্মুখে বাহান্থ বেগম কর্ত্তৃক হিন্দার কেশ ভূষা করণ। জলকেলী নিরত বাঁদীগণের গীত।

গীত।

জলেতে হয় না শীতল মনের অনল ভিতরে জ্বলে।
অগনী ততই বাড়ে ডুব্ দি যত শীতল জলে॥
গুপ্ত মনের বড়ই বিষম দাগ,
কিছার মিছার উপ্‌রি দেহের তাপ;
সহজে এ তাপ কমে রইলে অনেক জলের তলে।
সে তাপের দাপের চোটে আগুণ ছোটে জলে স্থলে।

জলোপরিস্থ খিলান মধ্য দিয়া জল প্রণালি পথে বাঁদীগণের ভিতর প্রকোষ্ঠে প্রস্থান।

বাহা। শুন্‌লে হিন্দা?

হিন্দা। কি?

বাহা। বাঁদীরা কি ব'ল্লে?

হিন্দা। কি ব'ল্লে?

বাহা। শুন্‌লে না?

হিন্দা। কৈ মা! কি?

বাহা। ঐ মনের অনলের কথা।

হিন্দা। ওকি আবার একটা কথা নাকি ?

বাহা। কেন ?

হিন্দা। মনের অপরাধ কি, যে অনল জ্ব'ল্‌বে ?

বাহা। অপরাধ জানিনা। তোমার জলে কিনা তাই জান্‌তে চাচ্ছি।

হিন্দা। না জলে না। তোমার ?

বাহা। তোমার দাদার সঙ্গে বিয়ে হবার আগে জ্ব'লেছিল।

হিন্দা। আমার জ্ব'ল্‌বে কেন ?

বাহা। তোমারও ত বিয়ে হব হব হোচ্ছে ; তাই।

হিন্দা। কে ব'ল্লে ?

বাহা। ব'ল্‌বে আবার কে ? বিয়ের ফুল ফুট্‌তে কি আর দেরি আছে ? এখন কাউকে ভালবাস্‌তে পার্‌লেই হয়।

হিন্দা। ভালবাসা ? ছিঃ ! তুমি কাকে ভালবাস্‌তে বল ?

বাহা। ভাল মানুষ দেখে ভালবাস্‌তে বলি !

হিন্দা। মানুষ ?

বাহা। চম্‌'কে উঠ্‌লে যে ?

হিন্দা। মানুষ, তার আর ভাল মন্দ কি ?

বাহা। ওকি কথা ? মানুষ নইলে তোমার জন্য দেবতা কোথায় পাব ?

হিন্দা। না পাও ভালবাস্‌তে ব'ল না। মানুষকে আমি ভালবাস্‌ব না, তা ভালই হক্‌ আর মন্দই হক্‌।

বাহা। এ যে বিষম পণ।

হিন্দা। বিষমই বল, আর যাই বল, কথা সত্য।

বাহা। তা হ'লে কথা হ'চ্ছে এই, স্বর্গ থেকে দেবতা এসে

তবে তুমি ভালবাস্‌তে আরম্ভ ক'র্ব্বে? কেমন, এই ত?

হিন্দা। তাই।

বাহা। ওদিকে দেবতা আস্‌তে আস্‌তে, এদিকে যে তোমার যৌবনের নদীতে ভাঁটা প'ড়ে আস্‌বে, তার কি?

হিন্দা। রূপ যৌবন যায় যাবে। প্রেমামৃত পান ক'রে আমি আরামে থাক্‌'ব।

গীত—হিন্দার।

আমি—স্বরগের প্রেম অমৃত পিযিব গো।
পিয়ে—আরামে রহিব, অমরি হইব,
অমরে আপন করিয়ে লইব গো॥
রূপ যৌবনের নাহি সেথা ভয়,
গুণ গরিমায় চিরদিনই জয়;
চির শান্তিময়, সুখের নিলয়,
স্বরগে সোহাগে রহিতে পাইব গো॥

বাহা। তোমারই না হয় আরাম বোধ হ'ল, দেবতার কি? সে কি দেখে আরাম বোধ ক'র্ব্বে?

হিন্দা। পৃথিবীর কেউ হ'লে সে ভাবনা ভাবতুম্। বাহিরের সৌন্দর্য্য উপভোগের আরাম মানুষে চায়, দেবতায় চায় না।

বাহা। দেবতা তবে কি চান?

হিন্দা। দেবতা ভিতরের সৌন্দর্য্যের ভিখারী।

বাহা। দেবতা আবার ভিতর বা'র জানে নাকি?

হিন্দা। তাঁরা ভিতর জানেন, বাহির জানেন্ না। তাই ভিতর বার্ওয়ালা মানুষদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ পাতাতে চান না।

বাহা। তুমি ও ত মানুষ, তুমি তবে দেবতা পাবার আশা ক'চ্ছ কিসে ?

হিন্দা। ভিতর বার সমান ছাঁচে ঢালা, সরল সুন্দর ভাবে গড়া, এমন যদি কেউ থাকে, তা হ'লে হয় তো তাকে ভালবাস্তে দেবতা এলেও আস্তে পারেন, সেই আশায়।

বাহা। ভিতর বার সমান ছাঁচে ঢালা, এমন মানুষ পৃথিবীতে আছে ?

হিন্দা। আছে। কিন্তু কোটীতে হয় ত একটী।

বাহা। তবে সেই কোটীর একটী খুঁজে কেন তুমি ভালবাস না।

হিন্দা। এক্ ত, আমরা দেখ্তে জানি না, চিন্তে পারি না। তারপর পৃথিবীতে প'ড়ে ভালবাসাটা এমন বিকৃত হ'য়ে প'ড়েছে, যে আসল নকল বোঝা যায় না।

বাহা। আসল নকলে প্রভেদ কি ?

হিন্দা। তুমি বিবাহিতা পত্নী, তুমি জান না।

বাহা। তুমি বিদ্যাবতী, তুমি যত বুঝবে, আমরা কি তত বুঝতে পারি ?

হিন্দা। আসলে বিরহ নাই, নকলে তা পূর্ণ মাত্রায় আছে। যে ভালবাসার আগাগোড়া সমান তাই আসল। তাতে সন্দেহ নাই, কান্না নাই, দীর্ঘশ্বাস নাই; আছে কেবল সন্তোষ, শান্তি আর নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দ। তাই

ছিল ব'লে পৃথিবী স্বর্গ ছিল, এখন তা নাই ব'লে নরকের চেয়ে ও ভয়ানক হ'য়ে উঠেছে।

বাহা। পৃথিবীর পোড়া কপাল, তাই আসল রত্ন পেয়ে ও হারিয়ে ফেলেছে, কেমন না ?

হিন্দা। আমার ত তাই বোধ হয়।

বাহা। আচ্ছা, হারানিধি ত ফিরেও পাওয়া যায়।

হিন্দা। সেটা ত বড় সহজ নয়। এখন নাই যে এটা ত ঠিক্, ফিরে পাওয়া অনেক দূরের কথা।

(হামামের ভিতর প্রকোষ্ঠ হইতে বাঁদীগণের আগমন)।

গীত।

ভালবাসা নাইক দুনিয়ায়।
হেথা—প্রেম বিরহের জোয়ার ভাঁটায় দিবা রাত জলায় ॥
জোয়ার হ'লে দুকুল কানে্ কান,
বয় নিথর জলে অন্তঃশিলে শান্ত সুধীর টান ;
আবার—প'ড়লে ভাঁটা, উলটে সে টান খরতর বেগে ধায়।
এ্কূল ওকূল শুখিয়ে দুকূল আকুল চ'খ চায় ॥

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

বাদশাহ ও ইয়াকুবের প্রবেশ।

বাদ। ইয়াকুব! আমি এখন ইরাণের বাদশা হয়েছি ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, তা হ'য়েছেন!

বাদ। এখন আমার কি করা উচিত ?

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা, একটা কিছু করা উচিত।

বাদ্। কি করা?

ইয়া। যা হ'ক্ করা জাঁহাপনা!

বাদ্। কি করা?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, কি করা।

বাদ্। আগা গোড়া ইরাণীদের মাথা কেটে ফেলা?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, মাথা কেটে ফেলা।

বাদ্। কিন্তু—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা, কিন্তু!

বাদ্। কিন্তু কি?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, কিন্তু কি?

বাদ্। কিন্তু যারা আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ ক'চ্ছে, তাদের—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ তাদের!

বাদ্। আচ্ছা আমি এক কথা বলি—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, বলবেনই ত।

বাদ্। আমি বলি তারা থাক্।

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, তারা থাক্!

বাদ্। আর যারা—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, আর যারা!

বাদ। যারা আমাদের ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ত্তে চাইবে না, প্রথমতঃ তাদের পীড়ন!

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, পীড়ন!

বাদ্। পীড়নেও অস্বীকার ক'লে, কতক নির্ব্বাসন্ কতক মস্তক ছেদন, কেমন?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ, আব স্ত্রীলোক গুলকে বিক্রি করণ। ভাল ভাল বেছে, চাকর বাকরদের দিয়ে ফেলন, আর খুব ভালেদর নিজেদের জন্যে রেখে দেওন্। কেমন জাঁহাপনা কেমন ?

বাদ্। বেস্। কে বলে আমার ইয়াকুব নির্ব্বোধ ?

ইয়া। ছিছি! ওই ছাই কথাটা বলবেন্ না, জাঁহাপনা, ও কথাটা যে বলে, আর কি ব'লবো সে যদি—

বাদ্। আচ্ছা, এ যেন হ'ল কিন্তু—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা, আবার একটা কিন্তু।

বাদ। যে সমস্ত গরবীর যুবকেরা অগ্নি মন্দির রক্ষার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছে, তাদেব কি ক'রে দমন করা যায় ?

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা, যা ক'রে দমন করা যায়।

বাদ। কি ক'রে ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ কি ক'রে ?

বাদ। যে পাহাড়ের চূড়ায় মন্দির আছে, সে পাহাড়ে ওঠবার পথ একটি মাত্র, তাও গুপ্ত !

ইয়া। গুপ্ত, জাঁহাপনা ঠ্যাঙ্গার চোটে ব্যক্ত হবে।

বাদ্। তারা ব্যতিত সে পথ আর কেউ জানে না।

ইয়া। তবেই ত জাঁহাপনা, কেউ ত জানে !

বাদ্। সে কেউ যে তারাই !

ইয়া। আমরা ত তারাই হ'তে পারি জাঁহাপনা !

বাদ্। তা, কি ক'রে হয় ?

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা, এত হয় আর তা হয় না !

বাদ। এত কি হয় ?

ইয়া। এই এ হয়, তা হয়, সে হয়—

বাদ। তবে যদি—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা, তবে যদি—

বাদ্। না, তাও অসম্ভব।

ইয়া। আজ্ঞে কি অসম্ভব?

বাদ্। বল্‌ছিলেম কি, চরদের মুখে শুনেছি তারা নাকি ছদ্ম বেশে সহরে আসে। তাদের মধ্যে যদি কাউকে ধ'রে, অর্থের দ্বারা বশীভূত ক'রেই হ'ক কি পীড়ন ক'রেই হ'ক, গুপ্ত পথটা জেনে নেওয়া যায়—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা। তা যায়, তা যায়।

বাদ্। বড় কঠিন। এক ত ধরাই কঠিন, তারপর শুনেছি প্রাণ গেলেও তারা গুপ্ত পথের সন্ধান ব'লবে না।

ইয়া। না বলে খুন হবে!

বাদ। তাতে আর আমার লাভ হ'ল কি?

ইয়া। খুন তো হ'ল জাঁহাপনা!

বাদ্। আরে খুন হ'ল চুকে গেল, তার মনের কথা মনেই রইল।

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা, খুন হ'তে হ'তে ব'লে ফেলবে।

বাদ্। তারা তোমার মত নয়!

ইয়া। আজ্ঞে তা ত নয়, তবে—

বাদ। তবে আর কি? যাহ'ক একটা উপায় ক'র্ত্তেই হবে!

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা, তা হ'লেই হবে?

বাদ। কি হবে?

ইয়া। আজ্ঞে ওই যা ব'ল্‌লেন।

(সাহাজাদার প্রবেশ)

সাহা। পিতঃ! অগ্নি মন্দির রক্ষকদের নিকট হ'তে গরবীণ দূত এসেছে!

বাদ। কজন ?

সাহা। একজন মাত্র।

বাদ। কি প্রয়োজন ?

সাহা। প্রয়োজন আপনার কাছেই প্রকাশ ক'র্ব্বে ?

বাদা। অস্ত্রধারি ?

সাহা। আজ্ঞে না।

বাদ। ল'য়ে এস।

[সাহাজাদের প্রস্থান।

ইয়া। এই বেটার ঠেঙ্গে ফাঁকি মেরে পথটা জেনে নিলে হয় না জাঁহাপনা।

বাদ্। পার ত দেখ।

ইয়া। ব'লবে ত ?

বাদ্। জানি না।

ইয়া। না ব'ল্লে গলা টিপে ধ'র্ব্ব।

বাদ্। তা ধ'র!

ইয়া। কিছু ব'লবে না ত ?

বাদ্। তা ব'লবে ?

ইয়া। কেন ব'লবে ?

বাদা। কেন তা সেই জানে।

ইয়া। বাঃ—আমাদের ঘরে আমরা গলা টিপে ধ'র্ব্বো ব'লবে আবার কি ?

বাদ্। তোমাদের ঘরে তোমরা গলা টিপে ধ'র্ব্বে, সে কিছু ব'লবে না! আর তাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে যখন তোমাদের বুকে পাথর চাপিয়ে দেবে, তখন তুমিও কিছু ব'ল না।

ইয়া। আমি তাদের ঘরে যাব কেন ?

বাদ। সে যদি খানা খাবার নেমন্তন্ন ক'রে যায় ?

ইয়া। তবেই ত জাঁহাপনা ? তা হ'লে ত গলা টেপা হয় না।

(সাহাজাদার সহিত ইরাণ-দূতবেশী হাফেজের প্রবেশ)।

হাফে। আমির আল্ হাসান্—

ইয়া। কুর্ণীশ! কুর্ণীশ!

হাফে। কুর্ণীশ কি ?

ইয়া। বাদশার কাছে আস্‌তে হ'লে যা ক'র্ত্তে হয় ?

হাফে। বাদ্‌শা কে ?

ইয়া। বাদ্‌শা কে ?

হাফে। হাঁ। বাদ্‌শা কে ?

বাদ্। বাদ্‌শা কে বুঝতে পাচ্ছ না ? বাদ্‌শা আমি!

হাফে। আপনি বাদ্‌শা ? না আপনি বাদশা নামধারি অমানুষিক অত্যাচারের অদ্ভুত অবতার!

ইয়া। একি কথা! একি কথা! (চতুর্দ্দিকে অবলোকন।)

হাফে। এই কথা। যে ব্যক্তি বিনা কারণে পররাজ্য অপহরণ করে, যে ব্যক্তি পররাজ্য অপহরণ ক'রে, সে রাজ্যের আবাল বৃদ্ধ বনিতাকে স্বধর্ম্মে আনয়নের জন্য, এক হস্তে

তরবারি, অন্য হস্তে নিজেদের ধর্ম্ম পুস্তক ধারণ ক'রে দেখায়, যে ব্যক্তি পুরুষ প্রজার পুরুষত্ব নাশ ও সতী রমণীর সতীত্ব বিনাশে সম্মতি প্রদান করে; সে কি বাদশা নামের উপযুক্ত ?

ইয়া। একি কথা! একি কথা! (চতুর্দ্দিকে অবলোকন।)

হাফে। এই কথা! বাদশা কে? যে মহাপুরুষ নিজের রাজ্যে নিজেকে দীনের দীন অতিদীন বিবেচনায়, কি দরিদ্র কি ধনবান সকলকে সমচক্ষে দেখে, তাদের সেবার জন্য দেহপাত ক'র্ত্তে জানে, যে মহাতপা বাদসার বাদশা কর্ত্তৃক নিজেকে নিয়োজিত বুঝে নিজের স্ত্রী পুত্রবৎ সকলকে সমভাবে পালন ক'র্ত্তে প্রবৃত্ত হয়, যে মনস্বী পুরুষ নিজের নিজত্ব বিস্মৃত হ'য়ে পরের পরত্বে আপনাকে সমর্পণ ক'রে, প্রজাপুঞ্জের প্রকৃতিতে লীন হ'য়ে থাকে; বাদশা সেই!

বাদ্। বেশ! চূড়ান্ত বক্তৃতা হ'য়েছে! এখন কি জন্য তুমি এসেছ সেই কথা বল।

হাফে। কাকে?

বাদ্। আমাকে!

হাফে। আমি কিছু ব'লতে আসিনি!

বাদ। তবে কি ক'র্ত্তে এসেছ?

হাফে। কাঁদতে এসেছি!

বাদ। একি কথারে ইয়াকুব?

ইয়া। তাই ত! না বাবু এখানে কান্না টান্না চলবে না — কিছু বল্‌বার থাকে বল, নইলে সরে পড়।

হাফে। আমরা ত ম'রে প'ড়েই আছি! তবু যাদের জন্য কাঁদতে এসেছি, তাদের জন্য একবার কেঁদে যাই, অরণ্যে রোদন হয়—

বাদ্। তা হ'লে কি?

হাফে। যা হ'য়ে থাকে, তাই।

বাদ্। কি?

হাফে। কঠোর বাপের বুকে ছেলেরা ছোরা বসিয়ে দেয়, তা জানেন ত? কান্নায় কোন ফল না হ'লে অবশেষে তাই হবে!

বাদ্। শোন্ ইয়াকুব শোন্। এরা ম'রে ও মর্য্যাদা হারায় না।

ইয়া। তাই দেখছি জাঁহাপনা। ওহে বাপু! ও ছোরার কথা ছেড়ে দাও! তোমাদের ছুরি কাঁচিটি পর্য্যন্ত কেড়ে নেওয়া হবে, তা বুঝেছ?

হাফে। বাইরে কাড়বে—ভিতরে?

বাদ্। গুপ্ত চরেরা আমাদের বেতন ভোগী তা জান?

হাফে। খুব জানি। কিন্তু কতজন আরবীয় সে কার্য্যে নিয়োজিত হবে? অধিকাংশ আমাদেরই স্বদেশীর মধ্য হ'তে ত নির্ব্বাচিত হবে?

বাদ। বেস্! বাক্‌বিতণ্ডার সময় আমার নাই।

হাফে। আমারও নাই। যে জন্য এসেছি শুনুন! দস্যু বৃত্তির দ্বারাই হ'ক্ বা চাতুর্য্যের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শনেই হ'ক, বৃদ্ধ-নরপতিকে বধ ক'রে ইরাণরাজ্যের সিংহাসন গ্রহণ ক'রেছেন। বৃদ্ধা রাজ্ঞী ও রাজপুর মহিলাগণও আপনার পাশব অত্যাচার হ'তে নিস্তার পায় নি।

কিন্তু প্রকৃতি পুঞ্জের প্রতি যে অমানুষিক অত্যাচার চলেছে তারও মূল কি আপনি ?

বাদ। কি ? কি অত্যাচার ?

হাফে। হা হা, বাদশা নামধারি দস্যু! কি অত্যাচার! জিজ্ঞাসা কচ্ছ কি অত্যাচার ? পুত্র কন্যার পিতা না তুমি ? অনুজ অনুজার অগ্রজ না তুমি ? আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব না তুমি ? ইরাণের অত্যাচারিত প্রপীড়িত পুত্র কন্যা পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নি আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধবের রোদন রোল কি তোমার কর্ণপটহে বজ্রের ন্যায় ধ্বনিত হচ্ছে না ? নির্দ্দয় নিষ্ঠুর নির্ম্মম পাষাণ, পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় সিংহাসন পেতে বসে আছ· কিন্তু কত বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী বালক বালিকার রক্তে যে ওই সিংহাসন ভাস্‌ছে, তাকি দেখতে পাচ্ছনা ? হয় বল, দেখ্‌ছ জানছ গ্রাহ্য কচ্ছ না ; নয় বল, তুমি অন্ধ আতুর অক্ষম ; তোমার পিশাচ পরিচারকদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই। বল-বল বল।

বাদ্। বেস্, তার পর ?

হাফে। তারপর আর কি ? হয় তাদের নিবারণ কর, নিবারণ করে যে রাজ্য জয় করেছ, সুশৃঙ্খলার সহিত তা পালন কর ; অন্যথায় ভয়াবহ বিদ্রোহের অগ্নিতে দাহ হবার জন্য প্রস্তুত হও।

বাদ। আমার কার্য্য আমি বুঝি। আমি তা কর্ব্ব! তোমার মত উপদেষ্টার প্রয়োজন আমার নাই। এখন জিজ্ঞাসা

কবি, অগ্নি-মন্দির-রক্ষকগণের দূত তুমি—তোমার বক্তব্য কি ?

হাফে। আমার কথা কিছু নাই ; কান্না ছিল কাঁদলেম, এখন আপনার অভিরুচি !

[প্রস্থানোদ্যোগ।

ইয়া। (জনান্তিকে) জাঁহাপনা ! দেখ্‌ব নাকি ?

বাদ। (ঐ) দেখ।

ইয়া। ওহে দূত সা'হব, বাক্যি ত অনেক দিলে ! এখন মাথাটা বাঁচিয়ে যাবার আগে একটা কাজ করে যাও না।

হাফে। কি ? কি কাজ ?

ইয়া। অত রুক্ষ কেন ? একটু ঠাণ্ডা হয়ে বল দেখি, তোমাদের ওই আগুন দেউলের পাহাড়টার পথ কোথায় ?

হাফে। নির্ব্বোধ ! নফর !

ইয়া। (জনান্তিকে) জাঁহাপনা ! এ বেটাও যে সেই ছাই কথাটা বলে। গলাটা টিপে ধর্ব্ব নাকি ?

বাদ। (ঐ) দেখ না।

ইয়া। বল্‌ না রে, না ব'লে যাবি কোথা ?

হাফে। কি ? (বস্ত্র মধ্য হইতে তরবারি বাহির করণ)

ইয়া। ওকি ? এ আবার কেন ? এ কথা ত ছিল না।

বাদ। তাই ত ! একি ? রক্ষি !

ইয়া। রক্ষি ! রক্ষি ! রক্ষি !

(রক্ষিগণের প্রবেশ)

হাফে। দূর্ পিশাচ! তোর সহস্র রক্ষি আমার একটীমাত্র কেশও স্পর্শ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

(সাহাজাদা ও রক্ষিগণের তরবারি উন্মোচন, হাফেজের উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দ্রুত প্রস্থান।)

ইযা। আরও রক্ষি! আরও রক্ষি! আরও রক্ষি!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

আতস বিবির উদ্যান বাটীকা-সম্মুখস্থ পথ।

(উদ্যান মধ্যে আতস ও নুরী। ফটকের বাহিরে পথে ইউসফের প্রবেশ।)

ইউ। বাহবা কি চমৎকার ফুল!

আত। ওলো নুরী! ওটা সেই অনেক টাকার মানুষ। গাঁথতে পারিস্ ত দেখ্না।

নুরী। ঠিক গাঁথ্‌ছি বিবি! (ফটকের দিকে আগমন)।

ইউ। এ আসে কেন? এ আসে কেন? (প্রস্থানোদ্যত।)

নুরী। ওগো ও! ওগো ও সাহেব! শুনছ?

ইউ। অ্যাঁ—কি?

নুরী। লম্বা লম্বা পা ফেলে পালাচ্ছ যে?

ইউ। কই পালাচ্ছি? পালাব কেন? আমি ত কোন দুষ্য কায করিনি। তোমাদের বাগানে বেশ ভাল ফুল ফুটেছে, তাই দেখ্‌ছিলেম।

নুরী। দেখ্ছিলে কেন ?

ইউ। ভাল রকমের ফোটাফুল দেখা কেমন আমার অভ্যাস।

নুরী। শুধু দেখা অভ্যাস ?

ইউ। হাঁ!

নুরী। কাছে থেকে না দূরে থেকে ?

ইউ। তা যেখান থেকে হ'ক্!

নুরী। তবু ?

ইউ। তবু টবু বুঝি না। দেখা অভ্যাস, দেখছিলাম। কোথাও ফুল ফুটেছে শুন্‌লে, আমি ছুটে তা দেখতে যাই; শুধু দেখি, ছুঁই না।

নুরী। কেন ছোঁও না ?

ইউ। ছুঁলে যদি ফুল কষ্ট পায়, এমন কি তার বাস্ নিতেও এগুই না।

নুরী। এমন আজগুবী কথা শুনি না।

ইউ। কেন ?

নুরী। একি আবার একটা কথা ? ফুল ফুট্‌লে মানুষ শুধু দেখ্‌তে চায়, সুবাস্ নিতে চায় না; একথা পাগল না হ'লে বলে না। আর পাগল না হ'লে বিশ্বাসও করে না।

ইউ। তা তোমার হিসেবে না হয় পাগলই হলেম। এখন যেতে পারি ত ?

নুরী। উঁ হুঁ!

ইউ। আবার উঁ হুঁ কেন ?

নুরী। উঁ হুঁর মানে আছে!

ইউ। কি ?

নূরী। যখন ফোটা ফুল দেখবার এত সাধ, তখন একবার তোমায় কাছে নিয়েগে না দেখিয়ে ছাড়ছি না!

ইউ। তা—তা—তা—

নূরী। আর তা—তা কেন? এস নিয়ে যাই।

ইউ। তাই ত—যাব ? (ইতঃস্তত করণ)।

নূরী। যাবেনা ত কি? এস! (টানিয়া লইয়া আতসের নিকট গমন)।

আত। "এস এস বঁধু এস, আধ আঁচরে বস, একবার ভাল করে তোমায় দেখিহে।"

একি? কথা কওনা যে? তুমি কিহে? দেখেই তব্! না তুল্‌ছ ফুল, না বাঁধ্‌ছ তোড়া, না নিচ্ছ বাস্, তুমি কি রকম নাগর?

ইউ। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তা বটে! কিন্তু তুল্‌লে যদি ফুলের [illegible] হয়।

আত। কষ্ট হ'লে এত লোক তোলে কেন?

ইউ। তা জানি না।

আত। তুল্‌লে কি ফুলের কষ্ট হয়? লোকে তুল্‌বে, বুকে রাখবে, বাস্ নেবে, ফুল সেই জন্যেই তো ফোটে। নইলে গাছে ফুটে, গাছে শুখিয়ে, তলায় ঝোরে পড়ে তা ত জান'?

ইউ। তা জানি।

আত। তা যদি জান, তবে বঁধু তুলতে চাচ্ছ না কেন?

ইউ। তবে তুলি! (ফুল তুলিতে অগ্রসর)।

আত। ওকি? কোন ফুল তুলতে যাচ্ছ?

ইউ। কেন? ঐ ফুল!

আত। হা-হা-হা! ঐ ফুল বৈকি আর তোমার কোন ফল নজরে ঠেক্‌ছে না?

ইউ। কই?

আত। এই যে। (নিজেকে প্রদর্শন।)

ইউ। তুমি—তুমি ফুল?

আত। কেন আমায় কি ফুলের মত বোধ হয় না?

ইউ। তা-তা-তা—

আত। উ-হু-হু—শরীরটে কেমন করে উঠ্‌ল যে! আমায় ধর-ধর—নইলে এখনি পড়ে যাব।

ইউ। (হাত বাড়াইয়া) তাই ত-তাই ত—

আত। মেয়ে মানুষ পড়ে যাচ্ছে, তাকে ওই রকম করে ধর্ত্তে হয়?

ইউ। তবে কি রকম।

আত। এগিয়ে এস। এই আমি যেমন তোমার ঘাড়ের ওপর হাত রেখে দাঁড়ালুম, তুমি তেম্‌নি আমার কোমর বেড়ে দাঁড়াও, তবে ত! (তথাকরণ) হাঁ এই ঠিক! আঃ প্রাণটা যেন জুড়ল!

ইউ। একটু আরাম বোধ হয়েছে, কেমন?

(ছাড়িয়া দিবার উপক্রম।)

আত। আহাহা-ছেড় না-ছেড় না-এখনি মুচ্ছা যাব!

ইউ। তাই ত, তবে কি হবে?

আত। তুমি এক কাজ কর, আমায় নিয়ে ওই গাছ তলাটায়

একটু বস! আমি তোমার কাঁধে মাথা রেখে ক্ষাণিক ক্ষণ থাকি, তাহলেই সব সেরে যাবে।

(তথাকরণ ।)

আতসের গীত।

সেধে ধরা দিতে চাই, ধরেনা কেহই, পরাণে পুড়িয়া মরি।
বুক ফেটে ওঠা, নয়নের বারি, উথলে নয়ন ভরি ॥
হে দারুণ বিধি একি জ্বালা দিলে,
নিদয়ের দেশে কেন পাঠাইলে ;
ফিরে চেয়ে কেউ, দেখে না হেথায়, প্রাণ বিনিময় করি।
এ নব যৌবন, যাবে অকারণ, অকালে পড়িব ঝরি।

ইউ। এখন শরীরটা কেমন ?

আত। ভাল। আচ্ছা, তুমি কখনও মেয়ে মানুষকে ভাল বেসেছ ?

ইউ। না।

আত। ভাল বাসতে ইচ্ছে হয় ?

ইউ। হয়।

আত। কেন হয় ?

ইউ। মেয়ে মানুষ বড় সুন্দর।

আত। আমি সুন্দর ?

ইউ। হাঁ।

আত। আমার কি সুন্দর ?

ইউ। চক্ষু !

আত। আর কি ?

ইউ। ন্যাক!

আত। আর ?

ইউ। ওই দুখানি ঠোঁট।

আত। ভাল! সৌন্দর্য্য ত চেন। সৌন্দর্য্য উপভোগ কর্ত্তে জান ?

ইউ। না।

আত। আমি শিখিয়ে নেব। আমার বাড়ী তুমি রোজ আস্‌বে ?

ইউ। আসব।

আত। তবে চল, আমার ঘর দোর গুলো একবার দেখ্‌বে চল।

(মুরীসহ উভয়ের বাটীর মধ্যে গমন)

(ফটকের সম্মুখে পর্‌ভেজের প্রবেশ।)

পর। (স্বগতঃ) এ কিরকমটা হল ? প্রভূ না ? প্রভূই ত বোধ হচ্ছে! ওঃ—তাই এ ডাকিনী পাড়ায় কদিন বেড়াতে আসা! মনীব্‌টি দেখ্‌ছি তাহলে হাড়কাটে গলা দিয়েছেন, এখন বাকি কেবল বলিদান। যাই হ'ক্‌ এর একটা ত ব্যবস্থা কর্ত্তে হয়! ওই যে ডাকিনীর চর বেটী হাস্‌তে হাস্‌তে এই দিকে আস্‌ছে। ছুঁড়ির চেহারা খানা মন্দ নয় দেখি! ভাল দেখা যাক্‌।

(অন্তরালে অবস্থান।)

(হাস্‌তে হাসতে মুরীর প্রবেশ)

মুরী। রূপের গোলাম দুনিয়ায় সকল মিঞাকেই হতে হয়। হা হা হা! সায়েব যেন একেবারে মস্‌গুল হয়ে গেল—

পর। (প্রকাশ হইয়া) ওগো রূপসী মশাই! একটা কথা শুন্‌বেন কি?

হুরী। এ আবার কে? (স্বগতঃ) বাহবা! কি চোখের বাহার!

পর। এ একটা তোমাদের গোলামের গোলাম তস্য গোলাম। এই একটা পথে পড়া মানুষ আর কে?

হুরী। (স্বগতঃ) আহাহা কি নরম সরম দেহ, যেন ননীতে গড়া! (প্রকাশ্যে) তা কি বলবে বলনা, অত ঢং'য়ে কাজ কি?

পর। না, ঢং নয় বিবি। তবে কিনা তোমাদের মত রূপসী মানুষের কাছে, কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে হ'লে একটু ভেবে চিন্তে, একটু বুঝে সুঝে, একটু মান বজায় রেখে, তবেত কর্ত্তে হয়?

হুরী। (স্বগতঃ) আমরি মরি! কি মিষ্ট কথা, যেন মধু মাখা। (প্রকাশ্যে) তা কি কর্ত্তে হয় কর আমিত নারাজ নই।

পর। জিজ্ঞেস কল্লে ঠিক উত্তর পাব ত?

হুরী। সে তোমার বরাত।

পর। ওই ত! ওইটুকুতেই ত একটু গোলে ফেল্লে বিবি।

হুরী। গুলে মানুষ সব কথাতেই গোল দেখে, সাদা সিদের ধরণ আলাদা।

পর। উঁহুঁ! আমায় গুলে ঠাওরানা। আমি সাদা কথার ভিখিরি! ভিক্ষে দাও ত বল?

হুরী। তোমার মত ভিখিরিকে নিজের না থাক্‌লেও ধার করে ভিক্ষে দিতে হয়।

পর। বাহবা দাতো! বেশ্!

নূরী। কাজ কি, অত বাহবা নাই দিলে! এখন কথাটা কি বলে ফেল্লেই ত হয়।

পর। বলছি কি মাছটাকে গেঁথে, বেশ্ ত পাচার করে এলে।

নূরী। কি রকম?

পর। ওই যে রকমটা হ'ল।

নূরী। কি হ'ল?

পর। তবেই ত বিবি কথাটা সাফ্ উড়িয়ে দিচ্ছ?

নূরী। ও ছেঁদো কথা ছেড়ে খোলসা কথায় বল, জবাব পেলেও পেতে পার।

পর। ভাল, তাই বলি। ওই যে যুবা পুরুষটিকে নিয়ে গেলে—

নূরী। কই কাকে?

পর। কেন আর বিবি অমনটা কচ্ছ। ছাপিয়ে রাখ্তে পাচ্ছনা তাকি আমি বুঝছিনা? বলে ফেলনা। কোথায় গেলেন?

নূরী। আমি জানিনা, খুঁজে দেখনা।

পর। খুঁজে দেখতেই ত মশাইকে ধরেছি!

নূরী। ধরেই বুঝি পেয়ে বসেছ!

পর। তাই তো তাই।

নূরী। তাই হলেও তা হচ্ছে না। এখন সরে পড়।

পর। খবর না নিয়ে নড়ছিনা।

নূরী। ভাল আপদ! তুমি কেহে?

পর। আমি তাঁর গোলাম!

নূরী। কাঁর?

পর। এই যাঁকে মশাইরা—

নুরী। আবার বলে যাঁকে মশাইরা—

গীত।

নুরী। একি জ্বালায় পড়লুম গা।

এমন নাছোড়বন্দা লোকটাকে যে, কিছুতে পারলুম না॥

পর। বিবি পায়াপারি তোমার হাত,

তুমি মনে কল্লে এক লহমায় ঘুচে যায় ফাসাৎ?

নুরী। আমি মনে কর্ব্ব কি?

পর। ওসে তাই, তাই তাই,

নুরী। সেটা আপনি পার করে নাওনা, আমি নারলুম তা।

পর। তোমার হাতে ধরি, দাও দাও দাও বলে দাও, জিজ্ঞাস কল্লুম গা॥

নুরী। (স্বগত) কথাটা যখন চাপা থাকবে না, তখন না বলে এমন সুন্দর পুরুষটাকে মনকষ্ট দিই কেন? (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, তোমায় যদি বলি আমায় কি দেবে?

পর। যা চাও, যত চাও।

নুরী। তাইত! দাতার চেয়ে দানের দৌড়যে দেখি খুব বেশি। তুমি মনে কচ্ছ আমি টাকা চাইব?

পর। তবে কি?

নুরী। কি তা বুঝি আমাদের মেয়ে মানুষের জাত আগে মুখ ফুটে বলে? বুঝে নিতে হয়, তা জান না?

পর। বটে? তা তা তা—

নুরী। আর তা তা তা কর্ত্তে হবে না—যেতেও হবে না। ঐ তোমার মনীব মশাই আপনি এসে হাজির! (প্রস্থান)

(বাটী হইতে ইউসফের প্রবেশ।)

পর। একি প্রভু! এ আবার কি খেলা?

ইউ। চুপ্ কর্! এর ভেতর মজা আছে।

পর। মজাটা কি, তাকি এ দাস শোন্‌বার উপযুক্ত নয়?

ইউ। অবশ্য শুনবি! তোকে বল্‌বনা ত কাকে বলব?

পর। তবে বলুন।

ইউ। এ খুব উঁচু দরের তা ত জানিস্।

পর। আজ্ঞে হাঁ!

ইউ। যে সে যেমন তেমন লোক এখানে আস্‌তে পারে না, তাও জানিস্?

পর। জানি।

ইউ। আমার ওপর কিন্তু কেমন ওর একটা মন পড়েছে।

পর। কি রকম?

ইউ। রকম আর কি? ওর নুরী ব'লে একটা দাসীকে দিয়ে ডাকিয়ে এনে এতক্ষণ কত তোয়াজ কল্লে! ভাল বাসার কত কথা কইলে। আমি যেন কিছু জানি না, একেবারে বোকা সেজে গেলুম।

পর। (স্বগতঃ) সাজ্‌তে হবে কেন সত্যই ত তাই। (প্রকাশ্যে) এখন কি কর্ব্বেন ঠাওরাচ্ছেন?

ইউ। ছুঁড়ি যেমন রূপসী, তেমনি অগাধ ধন দৌলতের মালিক!

পর। আপনিও রূপবান, আপনার ও অগাধ ধন সম্পত্তি আছে।

ইউ। তা থাকলেই বা—

পর। না তাই বলছি, আপনিও যে হিসাবে এগুবেন সেও যে সেই হিসাবে এগুচ্ছে না, তাকি ব'লতে পারেন ?

ইউ। আমায় ঠকিয়ে নেবে বল্‌ছিস্‌! আমি তত নির্ব্বোধ নই।

পর। (স্বগতঃ) তা বটে! (প্রকাশ্যে) তা জানি। তবে কিনা ওরা যে জাতের জাত, নির্ব্বোধকে ওরা বড় গ্রাহ্য করে না; নির্ব্বোধ ত' ওদের হাতে পাকা আঙ্গুর, টিপলিই হ'ল। ওরা চায় বুদ্ধিমান! বুদ্ধিমান্‌কে নির্ব্বোধ করবার জন্যেই ওদের হাতে এক আধ খানি ধারাল অস্ত্র আছে।

ইউ। কি? একশো আট্‌কান ত তা থাক্‌লেই বা, তুই ত বলিস, আমাদেরও এক দম আছে।

পর। তা আছে। কিন্তু বেদম হ'লে তখন আর এক ছেড়ে আধখানা দমও চ'লবে না।

ইউ। তুই কি মনে কর্চ্ছিস আমি প'ড়ব ?

পর। পরবার আগে সবাই ভাবে প'ড়বনা—তাই ভয় হয়।

ইউ। ভয় নেইরে ভয় নেই ফেলব বৈ প'ড়ব না।

পর। ওই ফেলব কথাটাই বেশী ভয়ের কথা।

ইউ। নানা। ওই দেখ্‌ হাত ছানি দে ডাক্‌ছে। আমি চল্লুম। (প্রস্থান)

পর। (স্বগতঃ) গেরো ধল্ল' দেখছি! কোথায় অগ্নি মন্দির রক্ষার জন্য প্রাণ পাতের প্রয়োজন, আর কোথায় একটা কামুকীর কাম লালসায় আত্মসমর্পণ! কি হবে? উপায় কি? সমস্ত আসরফি জহরাত, আর বহু মূল্য তৈজস্‌ পত্র ত রাক্ষসী আমার বুদ্ধিমান মনীবের কাছ

থেকে অতি সহজে নিয়ে নেবে। কি করা যায়? স্রোতের মুখে কি বাঁধ দিতে পার্ব্ব! আচ্ছা দেখি (চিন্তা করিয়া) ওই নুরীটাকে আমার স্বহায় করে নিতে পাল্লে হয় তো কার্য্য উদ্ধার হলেও হতে পারে! ওই যে আস্‌ছে। একবার নেড়েচেড়ে দেখি।

(গান করিতে করিতে নুরীর প্রবেশ।)

গীত।

পিরিতের পাঠশালাতে শিখ্‌ব' আমি আলেফ্‌ বে-তে-সে।
আমি নতুন পড়ো যে; আমার পাত তাড়িতে দাগ লাগেনি নতুনই রয়েছে।
শিক্ষা গুরু খুঁজছি আমি তাই,
ভাল শান্ত সুধীর চাই;
যেন সইয়ে সইয়ে লেখায় পড়ায়, না করে হাঁই ফাঁই;
লেখা শেষ হলে বেশ আবেশে ভেসে দেব দরিয়ে॥

পর। তাই'ত! এ যে দেখছি তোমার ও বর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা, আমার ও বর্ণ পরিচয়ের চেষ্টা!

নুরী। কি রকম?

পর। রকম আর কি? গুরুমশাই পাওয়া!

নুরী। তুমি পেয়েছ নাকি?

পর। যেন পেয়েছি পেয়েছি বলে মনে হয়!

নুরী। যাকে পেয়েছ পেয়েছ বলে মনে হচ্ছে, সে কেমন?

পর। সে বেস্‌!

নুরী। সে বেসটী কে?

পর। সেই "সে"!

নুরী। সেই "সে" ছাড়া আর কেউ তোমার মনে ধরে না?

পর। নিশ্চয় নয়!

নুরী। "সে" কেমন?

পর। "সে" এমন যে তার মতন আর দুনিয়ায় দ্বিতীয়টী নেই।

নুরী। তাকে তা বলেছ?

পর। বলি বলি কর্চ্ছি, এখনও বলিনি?

নুরী। আচ্ছা তোমার "সে" কে ছাড়া আর কাউকে আগে ভাল বেসেছিলে।

পর। বেসেছিনু আর একটা কে?

নুরী। তাকে বে কল্লে না কেন?

পর। আলাপের পরই তার বিষ দাঁত দেখতে পেয়েছিনু!

নুরী। তোমার "সে"র যদি বিষদাঁত বেরিয়ে পড়ে?

পর। তা পড়্বে না।

নুরী। কিসে বুঝলে?

পর। আমি যে একবারের রুগী আর একবারের রোজা।

নুরী। এ "সে" কে কদিন ভাল বেসেছ?

পর। এই সবে।

নুরী। কর্দ্দিনে বে কর্ব্বে?

পর। হয়ত এখনই, আজই।

নুরী। বটে? এখন বল দেখি তোমার "সেটী" কে?

পর। আমাদের পুরুষ জাত আঁচ দেয়, বলে না—

নুরী। তবু শুনি না কে?

পর। যে বলে সে!

গীত।

পর। আমার ফাঁকাতে দের খানত চাউনি নয়।
চেয়েছি চোখ ভরে, তার পেয়েছি বিনিময়॥

সুরী। কথাত দেখছি মিঠে বেশ, না জানি কাজের বেলা থাক্‌বে কি এর লেশ,

পর। আহা থাক সে সুখ থাক্‌বে ?

সুক। বুঁধু বাঁধবে তুমি রাখবে ?

পর। যদি না রাখি তবে দাওয়াই দিও যা চার পাঁচ নয়

সুরী। আমি সে কাজ পার্ব্বো না।

পর। আমি ভয়ে তা কর্ব্ব না;
কেবল মন যোগাব বাহবা নেব ঘুরিয়ে দেব ভয়।

সুর। আমিও, সেবা কর্ব্ব আপনা ভেবে ঠিক যদি তা হয়॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

হিন্দার কক্ষ।

(উপস্থিত হিন্দা)

(গবাক্ষে দাঁড়াইয়া হিন্দার গীত।

ঐ সুনীল আকাশে, মেঘ মালা পাশে, আজি ভেসে যায় যেন মন।
যেন কে মনমোহন এ হৃদি রতন, করে ছায়া পথে বিচরণ॥
তাঁর দেহ হতে যেন ছটা উছলায়,
উজল মধুর সে ছটা ঘটায়;
ছুটো ছুটি করি, আপনা পাশরি, যেন শিরে ধরি সে রতন॥

হিন্দা। (স্বগতঃ) বহু সাধনের ফলে মানুষের দেব দর্শন হয়। আমি কি সে সাধন কর্ত্তে পেরেছি? আমার ভাগ্যে কি স্বর্গের দেবতা এসে মর্ত্তে দেখা দেবেন? স্বর্গের সুপবিত্র প্রেমমন্ত্রের স্বপ্ন! পাশবিক লালসাপূর্ণ মর্ত্ত ভূমে, সুপবিত্র স্বর্গীয় প্রেমিকের আগমন, এক-প্রকার অসম্ভব বলেই বোধ হয়। তবে যদি করুণা-ময়ের কৃপায় মনস্কামনা সিদ্ধি হয় তবেই মঙ্গল, নইলে চিরকুমারি থাক্‌ব সেও স্বীকার, তবুও কামুক নরের জীবন সঙ্গিনী হয়ে নিজেকে কলঙ্কিত কর্‌ব না।

(গান করিতে করিতে বাঁদিগণের প্রবেশ।

গীত।

ভাসালো সোনার তরি নাবিক এসেছ।
প্রেম সাগরের স্থির জলে ঢেউ তুলেছে॥
বাতাসে আর দুলবে না তরি,
স্বজন নাবিক থাকবে হাল ধরি;
যেমন সোনার তরি তেমনি নাবিক এসে মিলেছে॥

(বাহান্নবেগমের প্রবেশ।)

বাহা। হিন্দা! এদের কথা কিছু বুঝ্‌লে?

হিন্দা। না।

বাহা। সেকি? দিন্‌কের দিন খুকি হচ্ছ যে দেখি।

হিন্দা। কেন? কিসে দেখলে?

বাহা। নাবিক এয়েছে, এই বার সোনামুখি তরিখানি ভাসবে, এ কথা যে আজ কাল্‌কার নাবালিকাতে ও বুঝ্‌তে পারে।

হিন্দা। আমি কিন্তু বুঝতে পারিনি।

বাহা। বুঝতে পেরেছ, পেরে বোকা সেজেছ! তা বোকাই সাজ আর যাই কর, দেবতার ভরসা ছাড়্‌তে হয়েছে।

হিন্দা। কিসে?

বাহা। বাদশার হুকুম! পাত্র হাজির!

হিন্দা। কি রকম?

বাহা। চম্‌কালে কি হবে বল? আইবুড়ো যুবতী মেয়ে ঘরে রাখা উচিত নয়, তাই উচ্চ বংশের একটি সুকুমার বেছে এনেছেন, তোমার সঙ্গে বিয়ে দেবেন, বুঝলে?

হিন্দা। সত্য বল্‌ছ না ব্যঙ্গ কচ্ছ?

বাহা। ব্যঙ্গ কর্ত্তে হ'লে এমন করে স্পষ্ট কথায় বল্‌তুম না।

হিন্দা। পিতা অবশ্য আমার সম্মতি নেবেন ত?

বাহা। সাধারণ পিতাই নেয়না, এত রাজরাজেশ্বর পিতা। সে আশায় জলাঞ্জলি দাও!

হিন্দা। তা দেব না!

বাহা। কি কর্ব্বে?

হিন্দা। কি যে কর্ব্ব, এখনও ঠিক কর্ত্তে পাচ্ছি না, কিন্তু মানুষকে যাতে না বিবাহ কর্ত্তে হয়, তার কোন না কোন একটা উপায় কর্ব্বই কর্ব্ব!

বাহা। বাদশার আদেশ অমান্য কর্ব্ব?

হিন্দা। বাদ্‌শার আদেশ অমান্য কর্ব্ব না। পিতার পায়ে ধরে মনের ভাব খুলে বল্‌ব।

বাহা। তিনি পাগল বলে তোমার কথা উড়িয়ে দেবেন।

হিন্দা। তাহলে তাহলে—

বাহা। তা হলে আর কি ? অনিচ্ছা সত্বেও ঐ পাত্রকেই প্রাণ সমর্পণ কর্ত্তে হবে ।

হিন্দা। বিবাহই হবে না, তা প্রাণ সমর্পণ।

বাহা। আবার বলে বিবাহ হবে না।

হিন্দা। ঠিক্ বলছি এ বিবাহ হবে না। বল প্রকাশের উদ্যোগ হলে—

বাহা। কি কর্ব্বে ?

হিন্দা। মর্ত্তে ত জানি মর্ব্ব।

বাহা। ছিঃ! ওকি কথা ?

হিন্দা। ঐ কথা!

বাহা। ও কথা বলতে নাই। না হিন্দা, অসম্ভবকে সম্ভব ক'র্ত্তে গিযে আত্মীয় স্বজনের ভালবাসা হাবিও না। অপবের উপহাসের পাত্রী হয়ো না, নিজেকে চিরজীবনের জন্য দুঃখিনী কর না। আর যে আত্ম হত্যার কথা বলছ, তাতে পাপ হয়, তা ত জান।

হিন্দা। আমি ত অসম্ভবকে সম্ভব কর্ত্তে যাচ্ছি না। আমার যা নিশ্চয ধারণা, আমি তাই কর্ত্তে যাচ্ছি। দেবতাব প্রণয়-সুধা পান ক'রে অমরত্ব লাভ কর্ব্বই ক'র্ব্ব।

বাহা। যখন কিছুতেই শুনছ, না—তখন আর কি বলব বল। আমার বিবেচনায় বেশ একটু স্থিরচিত্তে বিবেচনা করে তবে পিতার কাছে অসম্মতি জ্ঞাপন কর, নইলে—

হিন্দা। নইলে কি ?

বাহা। নইলে বিপদের আশঙ্কা আর কি ?

হিন্দা। পবিত্র প্রেমের পথে বিপদ ত পদে পদে।

বাহা। ঐ সেই কেতাবের কথা। কেতাব পড়ে তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। দিন কয়েক কেতাব পড়া ছাড় দেখি, সব মৎলব বদ্‌লে যাবে।

হিন্দা। এ মৎলব কিছুতেই বদ্‌লাবে না।

বাহা। না বদ্‌লালে আমরা ও ছাড়্‌ছি না।

(বাঁদিগণ সহ বাহাদুর প্রস্থান।)

হিন্দা। (স্বগতঃ) প্রাণের দেবতা! তুমি কি আস্‌বে না? এ বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার ক'র্ব্বে না। তোমায় পাবার জন্যে যা কিছু ক'র্ত্তে হয়, স্থান হ'য়ে অবধি তো তাই করে আস্‌ছি। অসৎ সংসর্গ কখনও করিনি, ক'র্ব্বও না। অতি সাবধানে, অতিসন্তর্পনে, এ পর্য্যন্ত ঠিক্ আছি। চারিদিকে কত অসৎ কথার আলোচনা হোচ্ছে শুনছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত তাতে যোগ দিইনি; এক অসৎ কথা কখনও মুখে আনিনি! চারিদিকে কত অসৎ ভাবের স্রোত বোয়ে যা'চ্চে কত নরনারী তাতে ভেসে গেল, দেখ্‌ছি; কিন্তু এপর্য্যন্ত এক দিনও সে স্রোতের ধারেও যাইনি। হে দেব! আমার কল্পনা কার্য্যে পরিণত কর। দয়াময়! দুঃখ নিবারণ কর্ত্তে একবার এস, তোমায় দেখে সমস্ত বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করি।

(শয্যায় শয়ন ও চক্ষু মুদিয়া চিন্তা।)

(গবাক্ষ মধ্য দিয়া তীক্ষ্ণধার ছুরিকা হস্তে হাফেজের কক্ষ মধ্যে প্রবেশ।

হাফে। (চমকিয়া) একি? একি? কোথায় শোণিত পিপাসু শার্দ্দুলবৎ নরাধম আরব দস্যু; আর কোথায় এই

জ্যোতির্ম্ময়ী জীবন্ত দেবীপ্রতিমাবৎ সুকুমারী সুন্দরী। (বস্ত্র মধ্যে অস্ত্র লুক্কায়িত করণ) এত আয়াস এত অমানুষিক পরিশ্রম সমস্ত বৃথা হোল? অগ্নি দেবতা যে স্বপ্নে দেখা দিয়ে ব'লে ছিলেন, যদি কোন উপায়ে গভীর নিশিথে এই দুরারোহ পর্ব্বত শৃঙ্গে উঠে, এই প্রাসাদস্থ সুলতানের কক্ষে প্রবেশ ক'র্ত্তে পারি, তা হ'লে আমাদের সকল আশা পূর্ণ হবে, তা কই হ'ল?

হিন্দা। (তন্দ্রাবশে) দেবতা! এসেছ এস; স্বর্গীয় সৌরভে আমার কক্ষ (চক্ষু চাহিয়া) একি? একি? কে আপনি?

হাফে। সুন্দরী! আমি শত্রু নই! আমি তোমার অপকার কোর্ত্তে আসিনি!

হিন্দা। (স্বগতঃ) দেবতা কি? এ অলোকসামান্য রূপ তো নরলোকে সম্ভবে না। এই আমার আকাঙ্খিত দেবতা বিপদ বুঝে আমায় রক্ষা ক'র্ত্তে এসেছেন!

হাফে। সুন্দরী! তুমি কি কোন আশু বিপদের আশঙ্কা ক'চ্ছ?

হিন্দা। (স্বগতঃ) এই ত আশু বিপদের কথা ব'লছেন। ইনি আমার দেবতা! দেবতা না হ'লে এ কক্ষে এরূপ ভাবে প্রবেশ করা কি মানুষের সাধ্য! (প্রকাশ্যে) প্রভু! মানুষের বিপদ আপদ ত আপনাদের অগোচর থাকে না। আমি যে এতকাল আপনার আশায় ব'সে আছি, তা'ত আপনি জানেন, আর আজ যে আমার আশু বিপদ বুঝে আমায় রক্ষা ক'র্ত্তে এসেছেন, তা'ও আমি বুঝতে পাচ্ছি। তবে আর জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন কেন?

এখন কি উপায়ে আমার পিতা মহা তেজস্বী সুলতানের আনীত পাত্রের গ্রাস হ'তে আমায় রক্ষা ক'র্ব্বেন তাই বলুন। আমি স্বচ্ছন্দ মনে আপনার চরণে প্রাণ সমর্পণ ক'রে এ নর লোকের নরক যন্ত্রণা হ'তে উদ্ধার পাই।

হাফে। (স্বগতঃ) অদ্ভুত ব্যাপার। (প্রকাশ্যে) তুমি মানবী হ'য়ে দেবতার প্রণয়িণী হ'তে ইচ্ছা করেছ কেন?

হিন্দা। নরলোকে প্রেম নাই—সেইজন্য।

হাফে। নরলোকে কি আছে?

হিন্দা। নরলোকে আছে পশুলালসা। হেথা দেহের মিলন লয়েই লোক ব্যস্ত। প্রেম স্বর্গের সুধা। মনের মিলন সেথাকার অমূল্য সম্পত্তি। সেই প্রেমসুধা পানে বিভোর হ'য়ে সেই অমূল্য সম্পত্তিশালিনী হ'ব ব'লেই আপনার ধ্যানে মত্ত আছি।

হাফে। ভাল। তোমার পিতার আদেশ অমান্য কর্ব্বার সাহস তোমার আছে!

হিন্দা। আছে।

হাফে। কি ক'র্ত্তে চাও?

হিন্দা। তা আপনি জানেন।

হাফে। আমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'র্ত্তে পার্ব্বে?

হিন্দা। পা'র্ব্ব না? তাই ক'র্ব্ব ব'লেই এতকাল এক মনে এক প্রাণে আপনার সাধনা ক'রে আস্‌ছি তাকি আপনি জানেন না।

হাফে। তা জান্‌ছি। কিন্তু যে জন্য তুমি নরকে না লোয়ে দেবতার চেষ্টা ক'চ্ছ; দেবতা ও ত সেইজন্য তোমাকে না ল'তে পারেন।

হিন্দা। আপনার অন্তর্দৃষ্টি আছে। এই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ করুন। উপযুক্ত বোধ করেন, লবেন, নচেত আমি আপনাকে তীক্ষ্ণ ধার ছুরিকা দে'ব, স্বচ্ছন্দে আমার বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে ফেলে যাবেন।

হাফে। ভাল। আমায় বিবেচনা ক'র্ত্তে সময় দাও।

হিন্দা। তা নিন কিন্তু স্মরণ রাখ্‌বেন আমার বিপদ আশু।

হাফে। তা রাখব। আমি তবে এখন আসি!

নেপথ্যে। সাহাজাদি!

হিন্দা। কে? বাঁদি!

(দ্বারের দিকে দৃষ্টি পাতের অবসরে হাফেজের গবাক্ষ পথ দিয়া দ্রুত প্রস্থান)

নেপথ্যে। হ্যাঁ আমরা!

হিন্দা। (ফিরিয়া) একি? একেবারে অন্তর্দ্ধান। চক্ষের নিমিষ না ফেল্‌তে যেন শূন্যে মিলিয়ে গেলেন।

(দ্বার খুলিয়া দেওন ও বাঁদিগণের প্রবেশ।)

বাঁদি। আপনি এখনও নিদ্রা যান্‌নি।

হিন্দা। নিদ্রা আসে নি।

বাঁদি। আমরা তবে একটু গান বাজনা করি।

হিন্দা। আচ্ছা! তোরা আমোদ আহ্লাদ গান বাজনা কর্, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে নিদ্রার চেষ্টা করি।

বাঁদি। যে আজ্ঞে।

(বাঁদিগণের গীত)

আমোদ কর্ত্তে সবাই চায়,
আমোদ ক'র্ত্তে ক'জন পায়,
আমোদ সত্যি পাওয়া দায়।
সদাই গো আমোদ মত্ত হ'য়ে ঘুর্‌চ্ছে দুনিয়ায় ॥
হেথায় প্রাণ যাদের খাঁটী,
আহা খুব পরিপাটি;
তাঁরাই চেষ্টা ক'রে তেষ্টা মেটান্ আমোদের সুধায়।
আর মানুষ অসার যারা সবই তারা সুধা ব'লে বিষ খায় ॥

(পটক্ষেপণ)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

প্রসাদ ছাদ।

(আকাশে পূর্ণ চন্দ্রোদয় হইতেছে)

(হিন্দা ও বাঁদিগণ উপস্থিত)

বাঁদিগণের গীত।

কালো মেঘ ফেটে চাঁদ উঠেছে কেমন ওই।
সাদা রঙ্ ধ'রে সব দুনিয়া হ'চ্ছে সই।
ওতে দেবতা কেউ থাকে, নইলে ঘোর আঁধারে আলোর ছটা ছিটিয়ে দেয় না কে,
ওসে দেবতা নয়ত কে;
এমন ঠাণ্ডা আলো দেয় বা কে সে বই,
আলো সুধার ধারা আয় না খ'বে সই ॥

(বাহাদুর বেগমের প্রবেশ)

বাহা। কি হ'চ্ছে হিন্দা!

হিন্দা। আকাশে চাঁদ উঠেছে, তাই দেখছি।

বাহা। আকাশের চাঁদ ওঠা ত বারমাস দেখে আসছ, এখন ঘরে যে চাঁদ উঠেছে, তারে দেখবার কি?

হিন্দা। এ চাঁদে সুধা আছে, সে চাঁদে তা নাই।

বাহা। নাই, তোমায় কে ব'ল্লে?

হিন্দা। ব'লবে, আবার কে? সাপ যতই সুন্দর হ'ক, বিষ বৈ কি সুধা ঢালে?

বাহা। মানুষকে যে এত হেনস্তা ক'র তার অপরাধটা কি?

হিন্দা। তোমায় কতবার বলব দিদি, আমি যে পারি না! আমায় কি তোমরা একদণ্ড ও শান্তিতে থাক্‌তে দেবে না? আমি ত কারও অপরাধ করিনি? আমি আপন মনে নির্জ্জনে থাক্‌তে ভালবাসি, আপন মনে দেবতার ধ্যানে মত্ত থাকি তা কি তোমাদের অসহ্য?

বাহা। অসহ্য কিসে বুঝলে হিন্দা?

হিন্দা। তা নয় ত আর কি বলব দিদি? নতুবা যে কথা শুনলে আমার সর্ব্ব শরীর জ্বালাময় হ'য়ে ওঠে, বারম্বার সে কথার আলোচনা কেন? আমার দ্বারা যে কার্য্য কিছুতেই হবে না এ জীবন থাক্‌তে যে কার্য্য আমি কিছুতেই ক'র্ব্ব না, অনবরত সেই কার্য্য করবার জন্য এত চেষ্টা কেন? তোমার পায়ে ধরি দিদি, আমায় দিন কতক নির্জ্জনে থাক্‌তে দাও। ইষ্টলাভে আমায় আর বাধা দিও না। আমি সবাকার ছোট, আমার

প্রতি দয়া ক'রে এই কার্য্যটী কর দিদি, ভগবান তোমাদের ভাল ক'র্বেন।

বাহা। হিন্দা! বড় নির্ব্বোধ তুমি।

হিন্দা। আমার দেবতা করুন, আমি চিরদিন যেন এইরূপ নির্ব্বোধ থাকি।

(সাহাজাদা বেন্‌জাহাদের প্রবেশ।)

সাহা। হিন্দা! তুই কি পাগল হ'য়েছিস্?

হিন্দা। কেন? কিসে আমি পাগল হলুম দাদা?

সাহা। মানুষ বে ক'র্বিনি, দেবতা বে ক'র্বি, একি কথা?

হিন্দা। ওই আবার সেই কথা। হায়! হায় আমাকে কি এ বাড়ীতে কেউ তিষ্টুতে দেবে না?

সাহা। কেন এ কথা কেন?

হিন্দা। কিসে নয় দাদা! আজ কদিন ধ'রে বৌ দিদি, তার ওপর আজ তুমি যখন বে'লতে এসেছ, তখন আমাকে একরকম তাড়াবার ষড়যন্ত্র ব'লেই ত' বোধ হ'চ্ছে।

সাহা। এমন পাগল ত' দুনিয়ায় কখন দেখিনি! তুই একমাত্র কনিষ্ঠা ভগিনী মমতার পাত্রী, তাকে তাড়াব' কি জন্য। যাতে তোর ভাল হয় আমাদের সেই ইচ্ছা, হিন্দা!

হিন্দা। সত্য সত্য তাই যদি হয় দাদা! তা হ'লে আমায় পাগল ব'লে উপহাস ক'রনা আমার জন্য কেউ কোন কষ্ট পাবে না, সবাই সুখে থাক্‌বে। সবাকার মুখ উজ্জল ক'রে এ বংশের মান মর্য্যাদা অনন্তকালের বুকে সোনার অক্ষরে লিখে রেখে যাব। মিনতি করি দাদা একটু সহানুভুতি প্রকাশ কর, একটু উৎসাহ দাও।

সাহা। হিন্দা! সমস্তই বুঝালেম। কিন্তু এখন কথা হ'চ্ছে এই, পিতা যে পাত্র নির্ব্বাচন ক'রেছেন, তাঁকে যে তোমায় বিবাহ ক'র্ত্তেই হবে!

হিন্দা। কেন? যদি না করি?

সাহা। না ক'র্লে পিতৃ রো'ষে পড়্বে।

হিন্দা। তোমায় যেমন ক'রে বোঝালেম, তার চেয়ে আরও বেশী ক'রে তাঁর পায়ে ধ'রে বোঝাব।

সাহা। তিনি কিছুতেই বুঝবেন না।

হিন্দা। কেন?

সাহা। কেন আবার কি? তাঁর হুকুম যে অমান্য হ'তে পারে, এ তিনি জানেন না।

হিন্দা। তা'হলে আমি নাচাব, আমা হ'তেই না হয় জানবেন!

সাহা। একি কথা হিন্দা! এত অসম সাহস তোমার? স্ত্রীলোক হোয়ে, বিশেষ কন্যা সন্তান হ'য়ে, অতবড় প্রতাপশালী পিতার বিরুদ্ধাচরণ ক'র্ব্বে।

হিন্দা। না ক'রে কি ক'র্ব্ব?

সাহা। ক'ল্লে কি হবে জা'ন।

হিন্দা। কি?

সাহা। কন্যার মমতা বিসর্জ্জন ক'র্ব্বেন!

হিন্দা। তার পর?

সাহা। তারপর হয় নিজহস্তে নয় জল্লাদের অস্ত্রে তোমার শিরশ্ছেদ।

হিন্দা। আমি দেবতার আশ্রিত! মানুষের অস্ত্রে আমি ভীত নই!

সাহা। সাবধান হিন্দা! ওই পিতা আসছেন।

(বাদসাহ আমির আলহাসানের প্রবেশ।)

বাদ। হিন্দা? তোমার সম্বন্ধে একি কথা শুনি?

হিন্দা। যা শুনেছেন, তাই ঠিক্।

বাদ। কি?

হিন্দা। আজ্ঞে হ্যাঁ?

বাদ্। আমার নির্ব্বাচিত পাত্রকে বিবাহ ক'র্ব্বে না।

হিন্দা। আজ্ঞে না।

বাদ্। আমি পিতা—সম্রাট! আমার কথায় এই উত্তর কি সঙ্গত হ'ল?

হিন্দা। সঙ্গত না হ'লেও আর অন্য উপায় নাই। পিতঃ! এই মাতৃহীনা কন্যাকে মার্জ্জনা করুন। আপনি সুধু আমার পিতা নন্, আপনি আমার মাতা; আপনি আমার সর্ব্বস্ব; আমার শত দোষ আপনি মার্জ্জনা করেন, আজ সেই সাহসে সাহসী হ'য়ে বলছি, পিতা এই মাতৃহীনা কন্যাকে মার্জ্জনা করুন।

বাদ। হিন্দা! সকল কার্য্যের সীমা আছে! আমার মায়া মমতার ও সীমা আছে। যে আমার শোণিতের শোণিত, যাকে আমি বক্ষে রেখে পালন ক'রেছি, সে যদি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারী হয়, তাহলে কি তার প্রতি আমার ক্ষোভ রোষ মিশ্রিত একটা মহা অভিমানের উদয় হয় না? আমি তোমার কঠোর পিতা নই। তোমার প্রতি স্নেহ মমতারও এক বিন্দু হ্রাস হয় নি। কিন্তু এটা জেন' যে পিতা যতই স্নেহ মমতার আধার হোন্ না কেন,

স্বেচ্ছাচারী তনয বা স্বেচ্ছাচারিণী তনয়াকে দমন কর্ব্বার জন্য সময়ে সময়ে তাঁকে কঠোর কশা হস্তে অগ্রসর হ'তে হয়।

হিন্দা। হা ভগবান! একি, শুনি মাতৃহীনা অভাগিনীর কি কেউ নাই? তার চক্ষে কি এ জগত শূন্য? এ জগতে কি কেউ তাকে কোলে নিতে চায় না? সবাই কি বিরূপ। মায়াময় পিতা নিদয়, দয়াময় ভ্রাতা নিষ্ঠুর! হিন্দার কি কেউ নাই। মাগো! কোথায তুমি? একবাব এসে দেখ আজ তোমাব সেই নযনেব তারা ননীর পুতলী কন্যার কি অবস্থা। এস মা দয়াময়ী! এসে তোমার এই অভাগিনী কন্যাকে নিজ ক্রোড়ে স্থান দাও। সেই সুশীতল ক্রোড়ে ব'সে, এ যাতনার কাহিনী বর্ণন করে' প্রাণের জ্বালা মেটাই।

বাদ। এ যে তোমার বৃথা ক্রন্দন হিন্দা! আমাদের কাছে ত' তোমার যত্নের কিছু মাত্র ক্রটী হয় নি। আমি পিতা. তোমার জন্যে পাত্র স্থির ক'রেছি, কেন তুমি তাকে বিবাহ ক'র্ত্তে চাইছ' না—আমি কেবল সেই কথা জিজ্ঞাসা কচ্চি। আমার কথার উত্তর দাও। তোমার জীবনের সুখস্বচ্ছন্দতা আমারই উপর নির্ভর করে।

হিন্দা। না পিতঃ না! আমি মানবের পাণি প্রার্থী নই, আমি দেবতার আশ্রয় গ্রহণ ক'রেছি।

বাদ্। একি সাহাজাদা? এত' স্বজ্ঞানের কথা নয়। নিশ্চয় এর মস্তিষ্ক বিকৃত হ'য়েছে। উপযুক্ত চিকিৎসার

প্রয়োজন। হকিমকে সংবাদ দাও! চিকিৎসার যেন কোন রকম ত্রুটী না হয়।

(প্রস্থান)

সাহা। বাহাদুর! এখনও সময় আছে বেশ ক'রে ব'ঝাও!

(প্রস্থান।)

বাহা। হিন্দা! এইবার ত' হাকিমের হাতে প'ড়তে হবে।

হিন্দা। হকিমের ঔষধ স্পর্শ ও ক'র্ব্বো না।

বাহাদুর। কি ক'র্ব্বে?

হিন্দা। আমি কিছুই ক'র্ব্বো না, যা কর্ব্বার দেবতা ক'র্ব্বেন।

বাহা। দেবতা এলে ত'।

হিন্দা। না এলে কি এতটা অমনি হয়?

বাহাদুর। সেকি? সত্যি নাকি?

হিন্দা। আমি কি কখনও মিথ্যা কথা কই।

বাহা। বটে? এ ত বড় অদ্ভুত কথা!

(বাঁদিগণের গীত)

স্বর্গেথেকে সোণার নাগর মর্ত্তে এসেছে,
নাগরী নগর পে'য়েছে।
ফুলের কুঁড়ি ভালবাসা ফুটে উঠেছে,
নাগরী ভাল বেসেছে॥
অধরে হাসি ভেসেছে,
প্রাণেতে শান্তি এসেছে;
চির সুখ সোহাগের সুধার সাগর উথ্‌লে উঠেছে,
আবেশে হৃদয় র'সেছে॥

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

আতসের উদ্যান-দ্বার।

(আতস ও ইউসফ)।

আতস। অন্ততঃ হাজার খানেক অস্‌রফি আনতে পার’ত দিন কয়েক ঠাঁই পাবে।

ইউ। আতস্! অত আসরফি কোথায় পাব?

আত। কত আন্‌তে পার?

ইউ। এখন আর কিছু পারি না।

আত। তবে ঐ সোজা পথ আছে চ’লে যাও।

ইউ। কোথায় যাব? হীরে মাণিক মুক্ত সোনা রূপ’ যা কিছু ছিল, এমন কি তৈজস পত্র পর্য্যন্ত বিক্রী ক’রে তোমায় এনে দিয়েছি।

আত। অমন অনেকেই দেয় ও আর নতুন কথা কি? এখন যেমন ক’রে পা’র হয় কিছু আন, নইলে আর মিছি মিছি বিরক্ত ক’র্ত্তে এসনা।

ইউ। তোমায় না দেখলে যে একদণ্ড ও থাক্‌তে পারি না আতস?

আত। অমন না দেখলে থাক্‌তে না পারা অনেকেই বলে। ওসব কথা শুন্‌তে গেলে আমাদের কি ব্যবসা চলে?

ইউ। তোমার ত’ যথেষ্ঠ অর্থ আছে, আতস!

আত। সে আমার রোজকার—

ইউ। আর রোজকার না ক’ল্লেও ত’ তোমার চলে।

আত। তা চলে বৈকি ? আহা, কি আমার হিতৈষী গো, রোজকার বন্ধ ক'রে আমি ওঁকে নিয়ে থাকি।

ইউ। তুমি তাই ত' ব'লছিলে আতস! কত ভালবাসা জানিয়েছ, কত সমাদর ক'রেছ। একদণ্ড ও আমায় না দেখতে পেলে কত অভিমান ক'রেছ, কত চক্ষের জল ফেলেছ, সে সবকি একেবারে ভুলে যাও ?

আত। আমরা ভুলি না। টাকা আন, যেমনটী ছিলে ঠিক তেম্‌নিটী হবে।

ইউ। টাকা আর কোথায় পাব বল ? পেটে খাবার পর্য্যন্ত এক কড়া কড়ি নেই।

আত। যার পেটে খাবার কড়ি নেই, তার আর তবে এ সখ কেন ?

ইউ। এখন আর সখ নয় আতস, এখন আবশ্যক! তোমায় না পেলে আমি প্রাণে মারা যাব।

আত। নাকে কাঁদুনি আমরা ঢের শুনিছি। সবাই বলে মোর্ব্ব, কিন্তু ম'র্ত্তে কাকেও দেখিনি।

ইউ। দেখনি দেখবে। যদি না ঢুকতে দাও তা'হলে এখনি এই খানে তোমার সুমুখে বুকে ছুরি মার্ব্ব।

আত। ওমা গো একি কথা ? বুকে ছুরি মার্ব্ব' বলে যে ? ওরে কে আছিস ছুটে আয়, আমায় রক্ষা কর! খুনের হাত থেকে আমায় রক্ষা কর।

ইউ। ছিছি আতস্ ওকি ? আমি তোমায় মার্ব্ব' বলিনি।

আত। যে নিজের বুকে ছুরি মার্ত্তে পারে, সে পরের বুকে মার্ব্বে তার আর কথা কি ? না ভাই এখনও তোমায়

ভালয় ভালয় বলছি, আমার দরজা থেকে সোরে যাও! নইলে—

ইউ। নইলে কি কোর্ব্বে?

আত। নইলে লোকজন ডেকে তোমায় বার ক'রে দিয়ে দরজা বন্ধ কে'রে দেবো।

ইউ। আচ্ছা আতস্! তুমি দিনকতকের জন্য আমায় তোমার কাছে থাক্‌তে দাও। আমি যেমন ক'রে পারি তোমায় কিছু এনে দেবো?

আত। কোথা থেকে এনে দেবে?

ইউ। যেখান থেকে হোক চুরি ক'রে পারি, ডাকাতি ক'রে পারি—

আত। ও বাবারে—না—না আমি চোর ডাকাতকে ঘরে আসতে দেবো না। তুমি যাও বলছি, কেন এখনি অপমান হবে?

ইউ। আচ্ছা চুরি ডাকাতি ক'র্ব্ব না, ধার ক'র্ব্ব।

আতা। যার একবেলা একমুঠো খাবার সঙ্গতি নেই, তাকে আবার ধার দেবে কে? আমায় কি কচি খুকি পেয়েছ নাকি? তোমার মত আমি অনেক মিঞাকে চ'খের জলে নাকের জলে ক'রে ছেড়েছি। এখন যাও বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও বলছি।

(ঠেলিয়া দ্বারের বাহির করিয়া দ্বার রুদ্ধ করন।)

ইউ। আতস্! তোমার পায়ে পড়ি, একবার দরজাটা খোল' একটা কথা শোন।

আত। আঃ! বাইরে বড় ঠাণ্ডা, ভেতরে যাই।

(বাটীর মধ্যে প্রস্থান।)

ইউ। ও আতস্! ও আতস! একটা কথা শোন, একবার দেখা দাও, একবার ফিরে এস—একবার দেখা দাও। উঃ! কি হোল! কি হবে? কি হবে?

(পর্‌ভেজের প্রবেশ)

পর। প্রভু! কি হ'য়েছে?

ইউ। ওরে পর্‌ভেজ্! আমার সর্ব্বনাশ হ'য়েছে। আতস আমায় তাড়িয়ে দিলে!

পর। ও যে এ কাজ ক'র্ব্বে, তাত' আমি পূর্ব্বেই জানতেম প্রভু!

ইউ। এখন কি ক'রে আবার পাব?

পর। আবার পাবেন? আচ্ছা সে সুবিধে পরে করা হবে! এখন কিছু আহার ক'রেছেন কি?

ইউ। কোথায় পাব'?

পর। আচ্ছা অনুগ্রহ ক'রে এই দাসের বাড়ীতে যান্। সেখানে আহার প্রস্তুত আছে। আমি এদিকে দেখি কি ক'রে উঠতে পারি!

ইউ। আহার থাক্! এখন যাতে একবার আতসের দেখা পাই, তাই কর। পরভেজ। নইলে এখনি দম্ ফেটে মোরে যাব।

পর। আপনি এখানে উপস্থিত থাক্‌লে কিছু হবে না। আপনি যান—আমি ব্যবস্থা ক'রে এখনি গিয়ে সংবাদ দিচ্ছি।

ইউ। আচ্ছা, তবে তাই হ'ক্। দেখিস পরভেজ্! আমি যেন মারা না যাই। আমার যে সর্ব্বস্ব গেছে, তাতে কিছুমাত্র দুঃখ হয় নি, কিন্তু আতসকে ফিরে না পেলে, হয় আমি পাগল হব' না হয় আত্মহত্যা ক'রে ম'র্ব্ব।

পর। আপনি যান্, আপনাকে কিছু ক'র্ত্তে হবে না।

(ইউসফের প্রস্থান)

পর। (স্বগতঃ) বেশ্যাশক্তির এই পরিণাম! বুদ্ধিমান বাবাজীর বুদ্ধি, বারহাত কাঁকুড়ের তেরহাত বিচিতে দাঁড়িয়েছে। এখন হয় আকাশের তারা গুণবেন, নয় সমুদ্রের জল মাপবেন। যাই হ'ক্ এর একটা সদুপায় ক'র্ত্তে হবে।

(নুরীর গান করিতে করিতে প্রবেশ।)

গীত।

নুরী। ছি ছি ছি এমন পুরুষ—

পর। কে?

নুরী। ওই বাঁদর নাচ্‌ছে যে।

পর। তোমার বিবিই তো—

নুরী। তার যুগ্য?

কেন ব'ক্‌ছো তুমি ভুল?

পর। কই কই ভুল?

নুরী। ওই ওই ভুল—

ঐই ভুল না হ'লে গো সমর্পন করে কি ডাইনিবে।

পর। ডাইনি চিন্‌বে—

নুরী। কি ক'বে?

সে তার আচার ব্যাভারে।

পর। ঢংয়ে ভুলায়ে যে রাখে,

নবী। রাখে, পড়ে যে পাকে,

ওসে চালাক হ'লে এক লহমায় ঠিক্ ধরে এঁচে।

পর। এঁচে লওয়াটা—

নবী। হয় কি ?

এঁচে ঘুণ পাকে যে ড়ায় বিবি থাক্‌লে পোষ মেনে ॥

পর। তা ঠিক্ ! এখন উপায় ?

নুরী। তুমি পুরুষ মানুষ, উপায় তুমি কর। আমি মেয়ে মানুষ আমার কি ক্ষমতা বল ?

পর। এ কাজে মেয়ে মানুষের বুদ্ধি খুব ভাল খেলে, বিশেষ তোমাদের মত মেয়ে মানুষের।

নুরী। আমাদের মত মেয়ে মানুষ কি পরভেজ ?

পর। এই যারা অনেক পুরুষ চরিয়েছে।

নুরী। আমি পেটের দায়ে বেশ্যাবাড়ী চাকরি ক'র্ত্তে এসেছি ব'লে কি তুমি আমাকে সেই দলে ফেল্‌তে চাও ! ছিঃ পরভেজ ছিঃ ! আমায় তা ভেব' না ; আমি গরীবের মেয়ে বটে বেশ্যা নই। মনীবের হুকুম পালন ক'রেছি বৈ কখনও নিজে বুদ্ধি ক'রে কাউকে এ ফাঁদে ফেলতেও জানিনি শেষ তার রক্ত শুষে দূর ক'রে দিতেও জানিনি।

পর। বেস নুরু বেস। তোমাকে উপায় ঠাওরাতে হবে না, আমিই উপায় ঠাওরাব', তবে তোমাকে সাহায্য ক'র্ত্তে হবে।

নুরী। তা নিশ্চয়ই ক'র্ব্ব ! তোমায় যখন আপনার ব'লে নিয়েছি

তখন তোমার জন্যে সব কার্য্য ক'র্ত্তে প্রস্তুত আছি।
এখন কি ক'র্ব্বে ঠাওরাচ্ছ ?

পর। টাকা কড়ি গুল'র কিনারা আর প্রভুর উদ্ধার সাধন।

নুরী। উপায় ?

পর। তাই চিন্তা ক'র্ত্তে হবে। এখন চল যাওয়া যাক্।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

হিন্দার কক্ষ।

(উপস্থিত হিন্দা ও বাঁদিগণের গীত।

অতি কণ্টকাবৃত প্রণয়েরি পথ, সরল সহজ নয় তো।
ভালবাসা বাসি, প্রাণ মেশামিশি, বহু বাধা ভুগে হয় তো ॥
হ'লে পুনঃ কত আসিয়ে বিপদ,
ক্ষমা অভিমান সন্দেহ আপদ ;—
পার পার সব, এড়াতে পারিলে, চির তরে প্রেম রয় তো।
নহে, সন্তাপনলে, জ্বালায়ে রাখিতে বিষ বায়ু সদা বয় তো ॥

(বাঁদিগণের প্রস্থান)

হিন্দা। (স্বগতঃ) আর দেখা পাই না কেন ? আমি যে কি বিপদে প'ড়ে আছি তাকি তিনি জান্তে পাচ্ছেন না! অবশ্য পাচ্ছেন! আমি দেখ্‌তে পাচ্চিনা, তিনি হয়ত'

অদৃশ্য ভাবে আমার রক্ষার চেষ্টায় আছেন। আজ কিন্তু তাঁকে দেখবার জন্য মন বড় উৎকণ্ঠিত হ'য়েছে। ইচ্ছা হচ্ছে এখনি এসে আমার কোন উপায় করুন। ভিষক ব'লেছে শরীরে কোন ব্যাধি নাই, পিতা কি আর নিরস্ত থাকবেন ?

(বাহানু বেগমের প্রবেশ)

বাহা। হিন্দা! আজকাল তোমার ঘরে আস্‌তে গা যেন কেমন ছম্ ছম্ কোরে ওঠে!

হিন্দা। কেন ?

বাহা। কে জানে, মনে হয় যদি তোমার দেবতা এসে পড়েন।

হিন্দা। এলেনই বা। তিনি মানুষের মূর্ত্তি ধারণ ক'রেই আসেন।

বাহা। বটে! আচ্ছা হিন্দা! দেবতার মত তাঁতে কি আছে যে, তুমি ঠিক দেবতা ব'লে চিন্‌তে পেরেছ' ?

হিন্দা। সে অলৌকিক রূপরাশি মানুষে সম্ভবে না। তিনি এলে পরে ঘর সুবাসে পরিপূর্ণ হয়, দেহ হ'তে যেন ছটা ঠিকরে বের'য়। আর সেই হাসি, অমন মধুর হাসি মানুষে হাসে না—হাস্‌তে জানে না।

বাহা। কথা কন্ ?

হিন্দা। কথা কন্ যেন বাঁশি বাজে।

বাহা। তবে একদিন আড়াল থেকে দেখে চক্ষুটা সার্থক ক'রে নেব।

হিন্দা। স্বচ্ছন্দে। আচ্ছা দিদি, আমার সম্বন্ধে কিছু নতুন কথা শুনেছ ?

বাহা। এখন তোমার কথাতো রোজই হ'চ্ছে।

হিন্দা। কি শুনেছ ?

বাহা। বাবা নাকি ব'লেছেন যদি পাগল না হবে, তা হ'লে দেবতার কথা কি বলে ? তোমার দাদা ব'লেছেন, এ রহস্যের মর্ম্মভেদ শীঘ্রই হবে।

হিন্দা। কি ক'রে হবে ?

বাহা। তা কি ক'রে জানবো বোন্! সে পরামর্শ তো আমার সঙ্গে হয়নি। তবে এক দিন কেবল আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, হিন্দার ঘরে সত্য সত্য কেউ আসে নাকি ?

হিন্দা। তুমি কি ব'ল্লে ?

বাহা। আমি আর কি ব'লব ? আমি বল্লুম, আমি তো চক্ষে দেখিনি তবে শুনেছি দেবতা আসে।

হিন্দা। তা বেস্। তবে এখন যাও দিদি, আমি একটু বিশ্রাম করি।

(বাহান্নু বেগমকে বিদায় দিয়া দ্বার রুদ্ধ করন ও হিন্দার গীত ; ইত্যবসরে গবাক্ষ দিয়া হাফেজের প্রবেশ)

গীত।

হায় হায় একি হ'ল দায়।
(পরে) প্রতিবাদি হ'য়ে কেন প্রেমিকে জ্বালায় ॥
তারা কারে' হানি করে না, কারো হৃদি রত্ন হরে না ;
আপনি মগন হ'য়ে থাকে আপনায়—
প্রেম স্বপ্নে নেহারে ভুবনে ভুজনায় ॥

হাফেজ। হিন্দা।

হিন্দা। (ফিরিয়া) একি ? আপনি কখন এলেন ?

হাফে। এই এলেম।

হিন্দা। কেমন ক'রে এলেন ?

হাফে। যেমন ক'রে আসি ! তুমি কেমন আছ ?

হিন্দা। আপনার তাতো অগোচর নাই প্রভু ! অদৃশ্য ভাবে আপনি সবই লক্ষ্য ক'রেছেন। পিতা পাগল ভেবে ভিষক নিযুক্ত ক'রেছিলেন, তা অবশ্যই অবগত আছেন।

হাফে। পাগল ভাবলেন কিসে ?

হিন্দা। আপনার আশ্রয় পেয়েছি শুনে।

হাফে। তার পর ?

হিন্দা। ভিষক্ ব'লেছে, আমি পাগল নই। তখন তিনি এই রহস্য ভেদের চেষ্টা ক'চ্চেন।

হাফে। তার পর ?

হিন্দা। তার পর যা ক'র্ত্তে হয়, আপনি করুন। আমি তো এখন আর আমার নই, আমি আপনার।

হাফে। এ গৃহ ত্যাগ ক'রে, আমার সঙ্গে যেতে পার্ব্বে ?

হিন্দা। এখনি পার্ব্ব !

হাফে। দ্বারে সশস্ত্র প্রহরি সদা সর্ব্বদা সজাগ আছে যে ?

হিন্দা। আপনি ইচ্ছা ক'ল্লে, সজাগ প্রহরি নিদ্রিত হ'তে পারেত' ?

হাফে। ভাল। আর এক সপ্তাহ সময় রইল। সপ্তাহ শেষে তুমি আমার সঙ্গিনী হবে।

হিন্দা। এক সপ্তহের মধ্যে অনেক দুর্ঘটনা ঘ'টতে পারে ত। পিতা সকল কার্য্যে তৎপর জানেন ত ?

হাফে। জানি। এখন তিনি কোথায় ?

হিন্দা। তাঁর শয়ন কক্ষে।

হাফে। সে কোন্ দিকে !

হিন্দা। দুর্গের দক্ষিণ দিকে ?

হাফে। আচ্ছা! আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'র্ত্তে চাই।

হিন্দা। সেকি ?

(নেপথ্যে দ্বারে সজোরে আঘাত—দ্বার ভঙ্গ ও উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সাহাজাদার প্রবেশ।)

সাহা। পাপিষ্ঠ! আজ তোর নিস্তার নাই !

হাফে। আমিও নিরস্ত্র নই। (অসি উন্মোচন।)

হিন্দা। (যুদ্ধের উপক্রম দেখিয়া উভয়ের মধ্যে গিয়া) দাদা! নিরস্ত হ'ন! প্রভু রক্ষা করুন !

সাহা। স'রে যা হিন্দা! এখনি আঘাতিত হবি।

হাফে। স'রে যাও হিন্দা! রমণীর শরীরে অস্ত্রঘাত ক'র্ত্তে যে জঘন্য পুরুষ কুণ্ঠিত হয় না তার রীতিমত শিক্ষার প্রয়োজন।

(হিন্দার মূর্চ্ছা। উভয়ের যুদ্ধ। সাহাজাদার আহত হইয়া পতন ও হাফেজের গবাক্ষ দিয়া প্রস্থান।)

বাহান্নু বেগমের প্রবেশ।

বাহা। কি সর্ব্বনাশ! একি! এ সর্ব্বনাশ কে ক'ল্লে ?

হিন্দা। (মূর্চ্ছিত ভঙ্গে উঠিয়া) কই তিনি ? কই তিনি ? হায় হায়! একি হ'ল ? একি হ'ল ?

বাহা। হিন্দা! এ তবে তোমার দেবতার কাজ? কে বলে সে দেবতা? আমার পতিঘাতি পাপাত্মা নরকের প্রেত।

হিন্দা। ওকথা ব'ল না তাঁর কোন অপরাধ নাই! এই ত' দাদার জ্ঞান হ'য়েছে! আহত হ'য়েছেন মাত্র।

সাহা। (উঠিয়া) কই কোথায়? কোথায় সেই পাপিষ্ঠ? পাপীয়সী! এখনি এই অস্ত্রে তোর বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে প্রাণের জ্বালা জুড়ুব। (অসি উত্তোলন)

(বাদসাহ আমির আল্ হাসানের বেগে প্রবেশ)

বাদ। নিরস্ত হও! নিরস্ত হও! বৃত্তান্ত কি?

সাহা। সেই পাপিষ্ঠকে এই খানে পেয়ে দ্বন্দ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হোয়েছিলেম—

বাদ। বটে? সে গেল কোথা?

সাহা। জানি না।

বাদ। হিন্দা! বল্ কোথায় সে?

হিন্দা। জানি না।

বাদ। (বাহাদুর প্রতি) তুমি জান?

বাহা। না এ পথে যেতে দেখিনি।

বাদ। তবে কোথা গেল? কোন পথে গেল? এ গবাক্ষ দিয়ে আসা যাওয়া তো মানুষের অসাধ্য।

হিন্দা। তিনি মনুষ্য নন্ পিতঃ তিনি দেবতা।

বাদ। চুপ্ কর! (সাহাজাদার প্রতি) তোমার আঘাত কি গুরুতর হয়েছে?

সাহা। না।

বাদ। ভাল। এখন উপায় কি?

সাহা। অকলঙ্ক কূলে যে কলঙ্ক দিয়েছে, অগ্রে তার ব্যবস্থা করুন।

বাদ। তাই ক'র্ব্ব। এখানে ওকে আর রাখা কর্ত্তব্য নয়। পোত প্রস্তুত ক'র্ত্তে আদেশ দাও। সঙ্গে কয়েকজন বলবান রক্ষী ও একজন রক্ষী নায়ককে পাঠাও। তারা আরবের মরু প্রান্তস্থ জিঙ্গিবা দুর্গে ওকে আবদ্ধ ক'রে রাখুক্‌গে।

সাহা। যে আজ্ঞে।

(সাহাজাদা ও বাদ্‌শার প্রস্থান।)

বাহা। ছিঃ হিন্দা ছিঃ। এখন তোমার দেবতা কোথায় রইল ?

হিন্দা। মরু প্রান্তর পার্শ্বস্থ দুর্গে আমার জন্য অপেক্ষা ক'র্ব্বেন ; দেবতার সর্ব্বত্রে অব্যাহত গতি।

বাহা। তাই থাক্‌গে। পিতার উচ্চ মস্তক হেঁট কর্ব্বার অনেক অবসর পাবে।

হিন্দা। সাবধান বাহান্থ বেগম সাবধান !

বাহা। সাবধান না হ'লে কি ক'র্ব্বে

হিন্দা। বাঘিনী আমি এখনি খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেল্‌ব। যাও।

বাহা। তা যাচ্ছি ! কিন্তু ছিঃ ! তোমায় ধিক্কার দেব কিসগাদের ক'র্ব্ব, সেইটে আমায় বুঝিয়ে দিয়ে, পার'ত খণ্ড খণ্ড ক'রে ফেলো।

হিন্দা। বাহান্থ বেগম ! পার্থিব ভাব তোমরা ভা'ব আমি সে ভাবের ভাবিনী নই। আমার দেবতা—দেবতা ! নরের

নরত্ব পশুর পশুত্ব তাতে নাই। সাবধান্! যা ব'লেছ আর যেন ব'ল না।

(উভয়ের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

উদ্যান দ্বার।

(নুরী ও আতস বিবির প্রবেশ।)

আত। নুরু।

নুরী। কি হুকুম বিবি?

আত। বিরহ যন্ত্রণায় যে প্রাণ যায়রে নুরু।

নুরী। কার বিরহে বিবি?

আত। একটা টাকাওলা নতুন জানোয়ারের।

নুরী। খুজ্ছি বিবি, পাচ্ছি না।

আত। না পেলে যে আর চলে না নুরু?

নুরী। দিন কতক চালিয়ে নিন্! আজকাল আপনার জন্যে শীকার পাওয়া কিছু কঠিন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

আত। কেন?

নুরী। আপনার নাম ডাক্টা যে এখন খুব।

আত। কি রকম?

নুরী। রকম ভাল, লোকে বলে কি জানেন?

আত। কি বলে?

সুরী। বলে আজ কাল, ইউসফের আসরফি আর হীরে জহরাও ফাঁকি দিয়ে—

গীত।

সুরী। বিবি গো প্রাণেতে গেলেন বড় চিবুতে চান্ না আর।
কেবল দাও দাও আর খাই খাই রে আর কিছু নাই তার॥

আত। গিলে—আমিই শুধু খাই?
সহরে আর কেউ কি নাই;

সুরী। বলে ডেকে ডেকে খায় আর সকলে যেমন খোরাক যার।

আত। অমন তাকিয়ে খাবার মুখে আগুন সে সয় না আমার॥

সুরী। যাই হ'ক বলে ত?

আত। কারা বলে ব'লতে পারিস্?

সুরী। বলে যারা ঘা খেয়েছে, আর শুনে পেছোয় যারা এগুতে চায়।

আত। ও'পেছু'ন থাক্‌বে না। আমার বোধ হয় তোর টানে কসুর আছে।

সুরী। ওমা সেকি গো? বলে যার জন্যে চুরি করি, সেই বলে চোরা। তা আমরা গরীব কিনা দশ কথা শুনতেই আমাদের জন্ম।

(অশ্রু মোচন।)

আত। ওকি সুরী! অভিমান ক'ল্লি? ছিছি! আমি তামাসা ক'রে ব'ল্লুম, তাতে কি দুঃখ ক'র্ত্তে আছে?

সুরী। না মা দুঃখু আর কার ওপর ক'র্ব্ব বল?

আত। আমার ওপর, ক'র্ব্বি! তা যা বলেছি আর ব'লব না, আমার ওপর রাগ করিস্‌নি। এখন যাতে স্থবিধে হয় তার চেষ্টা কর। একটা ভাল মাছ জালে প'ড়লে, তোর ও স্থখ, আমার ও স্থখ বুঝলি?

(বাটীর মধ্যে প্রস্থান) .

মুরী। (স্বগতঃ) সুখ হওযাচ্ছি তোমার! পরভেজ আমার যা মৎলব ক'রেছে, তা যদি ঠিক্ হয়, তা হলে আমার মত পরের দোরে খেটে খেতে হয় কিনা হয়, তাও দেখ'ব। এই যে পরভেজ।

(পরভেজের প্রবেশ)

পর। এই যে বাজীকর গু'ল আস্‌ছে। এইবার একদিকে ওদেরও খেল্ চ'লবে, অন্য দিকে আমাদেরও খেল্ চ'লবে। বাড়ী ছেড়ে যখন সব বেটা বেটী এসে একমনে বাজী দেখবে, সেই সুযোগে আস্তে আস্তে স'রে গিয়ে খিড়কির দরজা খুলে দেবে, আমরা পাঁচ ছয় জন লোক ঠিক আছি। প্রভুর প্রদত্ত সমস্ত মাল পত্তর পাচার ক'রে সরাসর বাসায় পৌছ'ব। কোন ভয় নেই কেউ জান্‌তে পার্ব্বে না। এ বেটাদের সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত অনেকক্ষণ ধ'রে বাজি দেখাবে। খিড়কির দোর খুলে দিয়ে এসে আবার দলে মিশে গেলেই হ'ল। বুঝলে আমি চল্লুম!

(প্রস্থান)

(বাজীকর ও বাজীকরণীগণের প্রবেশ)

গীত।

দেখ্‌খো সাহাব, দেখ্‌খো বিবি, কেয়া মজেদার খেল্‌—
মেরা হিন্দুস্থানি খেল্‌।
বাংলা দেশ্‌কা বুজরুক্‌ ঠেবা ভোজপুরী বনেঙ্গ—
দেখো ভান্‌মতীকা খেল ॥
বুঢ্যা লেড়কা যোয়ান যোয়ানী সাম্‌হালো মেরা খেল্‌।
ভিলন্‌ গাত্‌কি তাম্‌সা মেরা হরকি তর আছেন
মেরা হিন্দুস্থানি খেল ॥

বা-বৃদ্ধ। আরে গ্যাঁড়্‌ গেঁড়িয়া ?

বালক। হ্যাঁ ওস্তাদ ! (বাদ্যবাদন)

বা-বৃদ্ধ। খোব্‌ হুঁসিয়াব ?

বালক। জী ওস্তাদ ! (বাদ্যবাদন)

বা-বৃদ্ধ। দেখ্‌ভান্‌মতী ! সাহাব লোগ্‌কা আউর বিবি লোগক আচ্ছাতার্‌সে তাম্‌সা দেখানে হেগো !

ভান্‌। জী ওস্তাদ।

বা-বৃন্দ। আচ্ছা তরসে নেহি সেকে তো তোম্‌কো গ্যাঁড় গেড়িয়া কো দে দেগা, সমজা ?

ভান্‌। জী ওস্তাদ ! (বালকের সজোরে বাদ্য বাদন)

(বাটীর মধ্য হইতে আতস ও অনুচর অনুচরীগণের প্রবেশ)

আত। এ আবার কি ?

নুরী। আজ্ঞে বিবি, এরা হিন্দুস্থানি বাজীকর। বাজী দেখাতে এসেছে।

আত। দাম দিতে হবে নাকি ?

হুরী। আপনি না দেন, আমরা চাকর বাকর সবাই মিলে দে'ব।

আত। বেশ? কি বাজী দেখাবে?

বা-বৃদ্ধ। ফর্ মাইযে বিবি সাব্। যো কুছ্ দেখ্‌নে মাংতা ওহি দেখাযেঙ্গে! মেরাপাশ আচ্ছা চিজ্ হ্যায়। (সমস্ত দ্রব্যাদি আনয়ন—হুরীর প্রস্থান) অভি দেখিযে ইয়ে ভানমতীকো হাম্ ইযে পেঁটারিমে বন্দ করেগা। (বালকের বাদ্য বাদন।) তব হোগা! পেঁটারিকো ভিতর্‌সে একদম্ গাযের হো যাগা! (বালকের বাদ্য বাদন) তব্ যো হোগা ওহি আপ্ লোক্ দেখিয়ে।

ভান্। জী ওস্তাদ!

বা-বৃদ্ধ। আচ্ছা খেল্ খেলেগা?

ভান্। হাঁ ওস্তাদ!

বা-বৃদ্ধ। নেহি সেকে তো কেয়া হ'গা?

ভান্। যো আপ্‌কো মর্জ্জি ওস্তাদ!

বা-বৃদ্ধ। নেহি সেকেতো তোম্‌কো হাম্ ইয়ে গ্যাড় গেড়িয়া কো দেগা! (বালকের বাদ্যবাদন)

(বাজীকর বৃদ্ধ কর্ত্তৃক ভান্‌মতিকে প্যাট্‌রা মধ্যে বদ্ধ করিয়া চাবি দেওন)

বা-বৃদ্ধ। আরে তেরা দম্ নিকাল যাগা, আও পেঁটারিসে নিক্‌লাও!

(পেঁটরা খুলিয়া ভানুমতিকে নাই দেখিয়া)

আহা বিবিসাব! দেখিয়ে মেরা কাঁহা গিযা! এ কেয়া হ্যায়—এ কেয়া হ্যায়।

(শূন্য হইতে ছিন্ন, হস্ত, পদ, দেহ ও মুণ্ড পতন)

হাহা এহিতো মেরা! হাহা তরা এ কেয়া হাল হুয়া ? অ্যায়সা করকে কোন্ তোম্‌কো মেরা পাশ্‌ সে ছিন্ লিয়া ? যা তেরা পেঁটারেমে রহেযা! (পেঁটরা মধ্যে ছিন্ন মুণ্ড প্রদান।) এ বিবি সাব্! মেরা একই চিজ্ ওহি! আভি হাম্ কেয়া করেগা বলিযে!

আত। হয় ওকে বাঁচা নয় তোকে কোতয়ালের কাছে পাঠিয়ে দে'ব।

বৃদ্ধ। যেস্‌কা ফউৎ হোগিযা উস্‌কো ঘুমাবকে লানা বড়া কঠিন কাম বিবিসাব্! ভালা দেখা চাহিযে! (পেঁট্‌রা খুলিয়া) ভান্‌মতি! ভান্‌মতি।

(প্যাঁট্‌রা মধ্য হইতে ভান্‌মতির উত্থান ও গান করিতে করিতে অগ্রসর।)

গীত।

আমাদের জাতটাই যে ভান্‌মতি।
মায়ায় মোহিত হয় আমাদের গরীব পূর্ব্বো লাখপতি॥
ব'লব না, তা শুন্‌বে কান পেতে,
করবে, সে তা আমাদের মতে ;
চ'লবে যেমন চালিয়ে যাব সুপথ কুপথে ;
নইলে শুনবোও না মানবোও না ক'র্ব্বে শেষে কা'র খতি॥

(গীত মধ্যে অলক্ষিত ভাবে হুরীর আগমন)

হুরী। বিবি সাহেব! অন্ধকার হয়ে আস্‌ছে, এখন তো আর

ভাল দেখা যাবে না। হুকুম করেন ত ওরা কাল এসে অন্য অন্য বাজি দেখায়।

আত। বেস্! তাই ওদের ব'লে দাও!

নুরী। তোমরা কাল এসে বাজী দেখাইও! ভাল বক্সিস্ পাবে।

বৃদ্ধ-ব। যো হুকুম মাগ্নিজী!

(উভয় দিকে উভয় দলের প্রস্থান)।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

সমুদ্র চরে আবদ্ধ অর্ণব পোত।

(পোতোপরি বন্দী পোতাধ্যক্ষ ও নাবিকগণ ; উন্মুক্ত তরবারি করে পারসিক যুবকগণপ্রহরায় নিযুক্ত)।

(পোত গাত্রস্থ সোপান বহিয়া হাফেজের পোতে আরোহণ)

হাফে। পোতাধ্যক্ষ! এ সুলতানী অর্ণব পোত ল'যে কোথায় যাওয়া হচ্ছিল?

পোতা। আরব স্থানে।

হাফে। কি জন্য?

পোতা। সুলতান কুমারীকে পৌঁছে দেবার জন্য।

হাফে। তাঁর সঙ্গে আর কে আছে?

পোতা। বাঁদিরা।

হাফে। আর?

পোতা। সেনাপতি সরওয়ার সাহেব।

হাফে। তিনি কোথায় ?

পোতা। আমার কাম্‌রায়।

হাফে। জিয়াফ্‌! 'সরওয়ার সাহেবকে ল'য়ে এস! জিঞ্জির ল'য়ে যাও; সুল্‌তান ব্যাঘ্রের সহকারীকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় না ল'য়ে এলে তার অবমাননা করা হয়।

জিয়া। সে কার্য্য বহু পূর্ব্বে করা হ'য়েছে।

হাফে। উত্তম! ল'য়ে এস। (জিয়াফের পোত মধ্যে অবতরণ) পোতাধ্যক্ষ! বৃদ্ধ তুমি! এ পারস্য উপসাগরে তুমি কি আর কখনও পোত চালনা কর নাই ?

পোতা। করি'ছি।

হাফে। তবে অর্ব্বাচীনের মত এ কাজ ক'ল্লে কেন ?

পোতা। তা আপনি জানেন্‌!

(সরওয়ার কে লইয়া জিয়াফের উপরে আগমন)

হাফে। কে তুমি ?

সর। আমি আরব সুলতানের সেনাপতি, নাম সর্‌ওয়ার জঙ্গ!

হাফে। সর্‌ওয়ার জঙ্গ! তুমি আরব দস্যুর অনুচর।

সর। কিসে ?

হাফে। কিসে নয় ? বীর ধর্ম্মের সনাতন নিয়ম বিজিত বীর জেতার হস্তে আপনার অস্ত্র স্বেচ্ছায় অর্পণ করে।

সর। আমি বিজিত নই।

হাফে। তবে এ শৃঙ্খল ভূষায় ভূষিত কেন ? জিয়াফ্‌! এই মূর্খের কোষ বদ্ধ অসি আয়ত্ত কর।

(জিয়াফের তথাকরণ)

সব। এখন আমাদের ল'যে কি করা হবে?

হাফে। হিংস্র পশুদের যা করা হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ অবস্থায় পশুশালায় রক্ষিত হবে।

সব। রমণীগণের অবস্থাও কি তাই হবে?

হাফে। আরব দস্যু! রমণী মণ্ডলী তোমাদের যথেচ্ছাচারের পাত্রী, আমাদের নয়! রমণীর মর্য্যাদা কিরূপে রক্ষা ক'র্ত্তে হয় পারসীকেরা তা বিশেষ রূপ জ্ঞাত আছে। তুমি সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত হও। জিযাফ! তুমি রমণী মণ্ডলীকে এই পোত হ'তে চরে অবতরণ করিয়ে এখানে অপেক্ষা কর। আমারা বন্দীদের ল'য়ে যথাস্থানে রক্ষা ক'রে আসি।

(পোতে গাত্রস্থ সোপান বহিয়া বন্দীগণকে নিয়ে আনয়ন করত তাহাদের ঘেরিয়া উন্মুক্ত অসি হস্তে হফেজও অন্যান্যের গান করিতে করিতে প্রস্থান।

গীত।

জয় জয় জয় জনমভূমি জননী জয় তাঁহারি।
জয় জীবনদাত্রী, পালনে ধাত্রি, ভকতি পাত্রি সবারি ॥
তুমি সূর্য্য কিরণে বিচর, চির আর্য্য প্রতিভা বিথারো ;
তব রক্তবর্ণ নয়ন জ্যোতি পন্থা প্রসারে আশারি ॥

জিয়া। (পোত মধ্যে চাহিয়া) আপনারা উপরে আসুন।

(পোত মধ্য হইতে হিন্দা ও বাঁদিগণের উপরে আগমন)

হিন্দা। আমরা এখন কি ক'র্ব্ব ?

জিযা। এই পোত পরিত্যাগ ক'র্ব্বেন।

হিন্দা। যদি না করি ?

জিযা। আর কিছুক্ষণ পরেই এই পোত দ্বিধা বিভক্ত হ'য়ে যাবে।

হিন্দা। তার ফল আমাদের জলমগ্ন হ'যে মৃত্যু। কেমন ? এই তো ? আমরা তাতে প্রস্তুত আছি ! দুর্দ্দান্ত পারসীক সামন্ত হাফেজের কর কবলিত হবার অপেক্ষা সে মৃত্যু ও আমাদের শ্রেযস্কব।

জিযা। আমাব কার্য্য আদেশ পালন, বিচাব বিতণ্ডা নব। অবিলম্বে আপনারা এ পোত হ'তে অবতরণ করুন।

হিন্দা। অন্যথায় বোধ হয় আমরা অপমানিত হ'ব ?

জিযা। তা জানি না। সামন্তের আদেশ অবতরণ ক'র্ত্তেই হবে।

হিন্দা। দুর্দ্দান্ত সামন্তের সহচর ! ভাল তাই হ'ক ? (বাঁদিগণের প্রতি) আর আমরা শোণিত পিপাসু সিংহের গহ্বরে প্রবেশ করি। অদৃষ্টে যা থাকে তাই হবে। (সকলের চরে অবতরণ) এখন কি ক'র্ত্তে হবে ?

জিয়া। সামন্ত জানেন্।

হিন্দা। হায় হায় ! না জানি আমাদেব কি সর্ব্বনাশই হবে ? হায় দেব ! এ বিপদে কোথায় তুমি ? যে দুর্দ্দান্ত পারসীক সামন্ত হাফেজের নামে আমাদের মহা মহাবীর কম্পমান,

আজ অবলা আমরা সেই দুদ্দাণ্ডের বন্দিনী। হা প্রভু! কোথা তুমি এ অসময়ে কোথা তুমি?

জিয়া। স্থির হোন্! সামন্ত আস্‌ছেন—

হিন্দা। দেবতা! রক্ষা কর! রক্ষা কর! (হাফেজের প্রবেশ) এই যে আমার দেবতা! প্রভু! রক্ষা করুন।

হাফে। হিন্দা! ভয় নাই! ভয় নাই।

জিয়া। হাফেজ! একি?

হাফে। পরে ব'ল্‌ব। তুমি আরব সেনাপতিটাকে ল'য়ে এস! সে বন্দীর উপযুক্ত নয়।

(জিয়াফের প্রস্থান।)

হিন্দা। একি প্রভু! হাফেজ কে?

হাফে। হাফেজ আমি, হিন্দা!

হিন্দা। আমার পিতৃ শত্রু হাফেজ তুমি?

হাফে। আমি কা'রও শত্রু নই হিন্দা! পরোপকার করা আমার কার্য্য! বিপদাপন্নকে রক্ষা করা আমার কার্য্য! আমি সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েছি।

হিন্দা। তবে তুমি আমার সেই দেবতা! মনুষ্য নও।

(সরওয়ার জঙ্গকে লইয়া জিয়াফের প্রবেশ)

হাফে। আরব সেনাপতি! তুমি মুক্ত হ'লে! এঁরাও বন্দিনী নন্! ইচ্ছা ক'ল্লে এঁদেরও তুমি ল'য়ে যেতে পার।

হিন্দা। কোথা যাব'?

সর। সাহাজাদী! আপনার পিত্রালয়ে!

হিন্দা। পিত্রালয়ে না শত্রুর কারাগারে? আমি যাব'না।

সর। সে কি সাহাজাদী?

হিন্দা। হাঁ তাই আমার নির্ম্মম পিতাকে ব'ল' তাঁ'র নির্ব্বাসিতা কন্যা দয়াময় দেবতার হস্তে আত্ম সমর্পন ক'রেছে।

সব। তা হ'লে আপনি যাবেন না?

হিন্দা। না—নিশ্চয়ই না।

সব। যে আজ্ঞা—তবে আমি বিদায় হোলেম। (প্রস্থান।)

হাফে। জিয়াফ্! তুমি অগ্রসর হও। আমি এঁদের লয়ে আসি।

জিয়াফ। অবশ্য! বেশ্! (জিয়াফের প্রস্থান)।

হাফে। হিন্দা! তুমি স্বর্গের দেবী। পাষণ্ড পিতার হস্ত হ'তে মুক্তি প্রার্থনা ক'রেছিলে, তাই আমি এ কার্য্য ক'ল্লেম. আমার কোন অপরাধ ল'য় না।

হিন্দা। দয়াময়! তোমার অপরাধ, তুমি যে,আমার দেবতা, প্রভু

গীত।

তুমি দেবতা আমার।
মর্ত্ত স্বর্গ হেরিতেছি প্রসাদে তোমার॥
তব হাসিতে মন্দার ফোটে,
চরণে চরণ তলে রতন লোটে,
তব দেহ ফুটে উঠে ছটা,
উজলে মধুর ঘটা;
বচনে সুধার ধারা বহে অনিবার।
মায়া মন্দাকিনী চলে হৃদয় মাঝার॥

(বাঁদীগণ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

(বাঁদীগণের গীত।)

কি হলো কেমন ক'রে কেউ তা বুঝ্‌মুনা।
কিসে পর আপন্ হ'লো জান্‌তে পারনু না।
কি ভাবে কোন্‌খান থেকে,
কি যাদু ক'ল্লে কিসে কে,
নিলে প্রাণ ভুলিয়ে কখন্ কিছুই জানমু না॥

পটক্ষেপন।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

তোষাখানা।

বাদ্‌সাহ ও ইয়াকুব উপস্থিত।

বাদ। ইয়াকুব ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ হুজুর !

বাদ। গরবীরদের স্পর্দ্ধা ত কম নয় !

ইয়া। আজ্ঞে তাত' নয়ই, জনাব।

বাদ। বাদসাহি পোত আটক ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা ! বাদসাহী পোত আটক ?

বাদ। বিশেষ—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ বিশেষ।

বাদ। বাদসাহের কন্যা অপহরণ ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ অপহরণ।

বাদ। শুধু অপহরণ ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ শুধু অপহরণ !

বাদ। অপহরণ ক'রে সেই বুদ্ধিহীনাটাকে—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ হীনাটাকে ?

বাদ। বুদ্ধিহীনাটাকে বশীভূত ক'রে—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ বশীভূত ক'রে !

বাদ। পিতৃবিরুদ্ধাচারী ক'রে ফেলেছে।

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা ক'রে ফেলেছে।

বাদ। এখন উপায় ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ উপায় ?

বাদ। এর সদ্‌যুক্তি কি ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ সদ্‌যুক্তি কি ?

বাদ। (ক্ষণেক চিন্তা করিয়া হঠাৎ উচ্চরবে) শোন্ ইয়াকুব !

ইয়া। (সচকিতে) আজ্ঞে হাঁ হুজুর !

বাদ। শোন্ তোকে বলি !

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ শুনি।

বাদ। যে কোন উপায়ে হ'ক হিন্দাকে পাপাত্মাদের কবল হইতে উদ্ধার করা চাই।

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ তা চাই।

বাদ। (ক্ষনেক চিন্তার পর হঠাৎ) শোন্ ইয়াকুব !

ইয়া। (সচকিতে) আজ্ঞে হাঁ জনাব শুনি।

বাদ। হিন্দাকে ত উদ্ধার করা চাইই—তার পর—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ তার পর।

বাদ। তার পর গয়বীরদের স্বদলবলে ধ্বংশ ক'রে—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ তাই ক'রে—

বাদ। ধ্বংশ ক'রে তাদের অগ্নি মন্দির দখল—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ দখল।

বাদ। (ক্ষণেক চিন্তার পর হঠাৎ) শোন্ ইয়াকুব !

ইয়া। (সচকিতে) আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা শুনি।

বাদ। দখলের উপায় ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ উপায়।

বাদ। উপায় কি ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ উপায় কি ?

বাদ। কি বল্ দেখি ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ তবেইত' !

বাদ। সাহাজাদা নাকি উপায় পেয়েছে।

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ পেয়েছে !

বাদ। কি বল দেখি ?

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ তবেইত।

বাদ। দূর নির্ব্বোধ !

ইয়া। আজ্ঞে না জাঁহাপনা ওই ছাই কথাটা না।

বাদ। তবে বল কি উপায় পেযেছে ?

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা তাতো জানি না।

বাদ। জানিস্ না যদি তবে শোন্।

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ শুনি।

বাদ। চুপ করে শোন্, কথার ওপর কথা কস্নি।

ইয়া। আজ্ঞে না।

বাদ। এই সহরে নাকি একটা ভাল নর্ত্তকী আছে।

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা আছে !

বাদ। কে বল দেখি ?

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা তাতো জানি না।

বাদ। তবে কথার উপর কথা কস্নি, শুনে যা।

ইয়া। যে আজ্ঞে জাঁহাপনা শুনে যাই।

বাদ। সেই নর্ত্তকীটাকে নাকি—

ইয়া। আজ্ঞে হাঁ—নাকি—

বাদ । কি, নাকি ?

ইয়া । আজ্ঞে না, তা—তা—

বাদ । বাজে বোকিস্‌নি শোন ।

ইয়া । আজ্ঞে হাঁ শুনি ।

বাদ । সেই নর্ত্তকীটাকে নাকি ওই গযবীর যোওয়ানদের মধ্যে একটা যোয়ান বড় ভাল বাসে ।

ইয়া । আজ্ঞে হাঁ বাসে ।

বাদ । বাসে ? জানিস ? তারপর ?

ইয়া । আজ্ঞে তা জানি না জাঁহাপনা ।

বাদ । তবে কথার ওপর কথা কযে মরিস্ কেন ? শোন্ সেই নর্ত্তকী দ্বারা তাকে দিযে অগ্নি মন্দিরের গুপ্ত পথ জেনে নেওয়া হবে ।

ইয়া । আজ্ঞে হাঁ জাঁহাপনা হবে !

বাদ । চুপ্ কর শোন্ ।

ইয়া । আজ্ঞে হাঁ শুনি ।

বাদ । এই যে সা'জাদা আস্‌ছে ! বোধ হয় সব ঠিক হযেছে ।

(সাহাজাদার প্রবেশ)

সাহা । পিতঃ ! নর্ত্তকীটা আস্‌ছে ! সে এখন জানে না কি জন্য তাকে আনানো হোচ্চে । সে ভয়েই অস্থির । প্রথমটা ভয দেখিয়ে কার্য্য আরম্ভ করা চাই, পরে অবসর বুঝে দশ-হাজার আসরফির লোভ দেখিযে যাতে সুচারুরূপে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, তা ক'র্ত্তে হ'বে ।

বাদ । এখন কি ক'র্ত্তে হবে ?

সাহা । তার যে সর্ব্বস্ব চুরি গেছে, সে যে এখন পথের ভিখারী,

আমরা যেন তা জানি না। তাকে জানাতে হবে, তার অনেক ধন সম্পত্তি আছে, হয় সে তার ধন দৌলত সমস্ত বাদসাব সরকারে দাখিল করুক, না হয় কঠিন রাজদণ্ডে দণ্ডিত হোক!

বাদ। বেশ কথা। ইয়াকুব শুনলি ত'? এখন নর্ত্তকীটাকে ভয় দেখাতে পার্ব্বি?

ইয়া। খুব পার্ব্বো জাহাপনা!

বাদ। ভাল দেখা যাক। না পা'র্লে নির্ব্বোধ ব'লব।

(বাদশাহ ও সাহাজাদার অন্তরালে গমন)

ইয়া। (স্বগতঃ) ভয় আব দেখাতে পার্ব্ব'না? এমন ভয় দেখাব যে বেটী নর্ত্তকীর নেত্য ঘুরিয়ে দে'ব। (প্রকাশ্যে) কইরে কে আছিস্? শিগ্গির নর্ত্তকীটাকে নিয়ে আয় বেটীব মাথাটাই খাই, কি ঠ্যাংটাই চিবুই।

(রক্ষি সহ আতসবিবির প্রবেশ)

আত। হুজুর! জাঁহাপনা!

ইয়া। চুপ্ বেটী! স্থধু হুজুর জাঁহাপনা? কুর্নীস কর্!

আত। (কুর্নীস করিয়া) আজ্ঞে জাঁহাপনা!

ইয়া। (ব্যঙ্গ ভাবে) আজ্ঞে জাঁহাপনা ও সব ঢং টং চলবে না। এখন কি আছে বার কর।

আত। (ক্রন্দন স্বরে) আজ্ঞে হুজুর আমার ত কিছু নাই।

ইয়া। কিছু নেই কি? সব আছে। এমন যোয়ান ছুকরী, এর মধ্যেই কিছুই নেই? সব আছে। সব আছে, একে একে বার কর, নইলে—

আত। আজ্ঞে হুজুর! আমার যথা স্বর্ব্বস্ব চোরে নে গেছে।

ইয়া। চোরে নেগেছে ! চোরে নেগেছে ! চোরে নেয় কেন ? বাক্স এঁটে শুতে পারিস্‌না ! ও কথা শুনি না। যা কিছু আছে সব বের কর, নইলে ফাঁসিতে ঝোলাব, কুত্তো দিয়ে খাওয়াব', শূলে চড়াব'—

আত। ওগো হুজুর ! তোমার পায়ে পড়ি। সত্যি ব'লছি আমার কিছু নেই স্বর্ব্বস্ব চোরে নিয়ে গেছে।

ইয়া। মর বেটি ছিঁচ কাঁছনি ! এক বেটা চোরে যেমন নিযে গেছে, দশ বেটা চোরে তেমনি আবার ত দিয়ে গেছে ?

আত। কেউ দেয়নি—কেউ দেয়নি ! এখন আমার পেট চলা ভার হ'য়েছে হুজুর !

ইয়া। ও বেটী পাকা ছেনাল ! কত বেটা আধপেটা খেযে তোদের রাক্ষুসে ফাঁড় বোঝাই ক'রে, তোদের জন্যে আফিং খেয়ে মরে, তোর পেট চলা ভার হ'য়েছে, বটে ! ধরত' বেটীর চুলের ঝুঁটী—

আত। ওগো আমায় রক্ষে করগো—রক্ষে কর !

ইয়া। রক্ষে করাচ্ছি এই ! ধর না রে ধর চুলের ঝুঁটী ধ'রে বেটীকে এই খানে ফেল—

(সাহাজাদার বেগে প্রবেশ)

সাহা। কি হ'য়েছে কি হ'যেছে ?

আত। রক্ষা করুন হুজুর ! রক্ষা করুন হুজুর !

ইয়া। (সাহাজাদাকে ইঙ্গিতান্তর) আপনি এতে কথা কইবেন না, সাহাজাদ্‌ ! বেটী ফাঁকি দিয়ে টাকার কাঁড়ি উপভোগ ক'র্ব্বে আর বাদসাকে দেবার বেলা নাকে

কাঁদবে! আমি কিছুতেই ছাড়ব না। হয় দিক, নয় শূলে চড়ুক!

আত। আজ্ঞে সাহাজাদা আমার কিছুই নেই।

সাহা। (ইয়াকুবকে ইঙ্গিতান্তর) আচ্ছা, আপনি একটু নিরস্ত হ'ন! যদি যথার্থ কিছু থাকে ত অবশ্য বাদসাকে নজর দিতে হ'বে।

ইয়া। (সাহাজাদাকে ইঙ্গিতান্তর) আছে বৈকি? নিশ্চয় আছে!

সাহা। (ইয়াকুবকে ইঙ্গিতান্তর) উঁ হুঁ! আমার ত বোধ হয় না, নইলে এত কাঁদবে কেন?

ইয়া। এই মজিয়েছে! তা বেস! তবে আপনি একবার বেয়ে চেয়ে দেখুন! যা হ'বে তা বুঝতে পাচ্ছি।

সাহা। তুমি আমার সঙ্গে এ দিকে এস ত!

ইয়া। হ্যাঁ—হ্যাঁ—যাও—যাও। আর কেন? ম'র্ত্তে এসে মাল্লে বাবা। আচ্ছা জাত যাহ'ক!

[উভয় দিকে উভয়দের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অগ্নি মন্দিরের পুরোভাগ।)

গান করিতে করিতে হিন্দা ও বাঁদীগণের প্রবেশ।]

আমাদের খুঁজে পেতে ধোরে আনতে হয় না, আপনি ধরা দিই।
ধোরে বেঁধে শিকল হয় না দিতে, আপনি ধ'রে নিই॥
বুঝে সুঝে নিজে পিঁজরেতে সেঁধুই,
হাসি মুখে সুখে থাকি সুধুই;
হাতে ক'রে ধোরে যা দেয় খেতে খাই মোরা নিতুই;
সবে ভাবে বিষ খাচ্ছি কিন্তু আমরা সুধা পিই॥

হিন্দা। ঠিক বলেছিস বাঁদী, এ ধরা দেওয়ার সুখ অনন্ত, অগাধ, অসীম!

১ম বাঁদী। কিন্তু সাহাজাদি! আমাদের একটা বড় সন্দেহ হ'য়েছে?

হিন্দা। কি সন্দেহ?

১ম বাঁদী। বেয়াছবি মাফ করেন ত' বলি।

হিন্দা। স্বচ্ছন্দে বল্। আমার কাছে তো'দের কোন কথা কোন কাজ বেয়াছবি হ'বে না। আমি তো'দের বড়ই অন্তরঙ্গ ব'লে জ্ঞান করি। কি সন্দেহ হ'য়েছে বল্।

১ম বাঁদী। আপনার দেবতা কই?

হিন্দা। ওঃ এই সন্দেহ। আমার! আমার দেবতা যে ওই!

১ম বাঁদি। কই? দেবতা কই? উনি তো মানুষ?

হিন্দা। উনি মনুষ্য রূপি দেবতা।

১ম বাঁদি। দেবতায় আবার মানুষের রূপ ধরে।

হিন্দা। হাঁ ধরে।

১ম বাঁদি। কেন ধরে?

হিন্দা। মানুষের উপকার কর্বার জন্য ধরে। সৎ মানুষ বিপদে পোড়লে দেবতায় এসে রক্ষা করে।

১ম বাঁদি। উনি কা'দের উপকারের জন্য এসেছেন?

হিন্দা। ধর্ম্ম প্রাণ ইরানীদের জন্য।

১ম বাঁদি। ইনি কি ক'র্বেন?

হিন্দা। ইনি অত্যাচারীর অত্যাচার দমন ক'র্বেন। অনাথের নাথ হ'য়ে, অসহায়ের সহায় হ'য়ে, দুর্ব্বলের বল হ'য়ে, দারিদ্রের সাথি হ'য়ে, ভগবানের কার্য্য সাধন ক'র্বেন।

১ম বাঁদি। আমাদের বাদসাহের সঙ্গে বিবাদ ক'র্ত্তে কি তিনি সক্ষম হ'বেন।

হিন্দা। তিনি যে বাদসাহের যিনি বাদসাহ, তাঁরই প্রেরিত। তাঁর অসাধ্য কি আছে ? তিনি ইচ্ছাময়। তাঁর ইচ্ছায় সৃষ্টি, ইচ্ছায় স্থিতি, ইচ্ছায় লয়। তাঁর কার্য্য তিনি জানেন, আমরা কি বুঝব' বল ?

১ম বাঁদি। ঐ যে উনি আস্‌ছেন্।

(হাফেজের প্রবেশ ও বাঁদিগণের আবাহন গীত।)

আমরা ফাঁদ পেতে চাঁদ ধোরেছি তোমায় (তুমি) আর কোথা যাবে।
এমন কোলের কাছে কুমুদ বঁধু আর কোথা পাবে॥
আকাশ থেকে খোসেছ ব'লে,
যদি প্রাণ ওঠে জ্বলে;
সখির হৃদাকাশে থেক সেথায় থাক্‌তে যে জানে॥

[বাঁদিগণের প্রস্থান।

হাফে। হিন্দা ! বড় বিপদ উপস্থিত !

হিন্দা। আমার দেবতার আবার বিপদ কি ?

হাফে। ভাল বেসেছি—বিশেষ শত্রু কন্যাকে ভাল বেসেছি ! এই বিপদ !

হিন্দা। দেবতার আবার শত্রু মিত্র কি ?

হাফে। মানুষের হৃদয় সন্দেহ পরিপূর্ণ। তাই সন্দেহের বশবর্ত্তি হ'য়ে আমার সহচরগণ আমার কার্য্য কলাপের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে। আজ এ বিষয়ে একটা চূড়ান্ত বিচার হ'বে।

হিন্দা। আপনি না তাদের প্রধান নায়ক ?

হাফে। প্রধান তারাই ক'রেছে, তারাই আবার নায়কত্ব হ'তে আমায় বঞ্চিত ক'র্ত্তে পারে।

হিন্দা। তারা কি এতই নির্ব্বোধ হ'বে ?

হাফে। কঠোর কার্য্য ক্ষেত্র তাদের সম্মুখে, তাদের অপরাধ কি ? আত্ম পর কার্য্যেই প্রমান হ'বে ; অগ্নি পরীক্ষা হ'তে উত্তীর্ণ হই ভালই, নইলে হিন্দা —

হিন্দা। মর্ত্তের কার্য্য মর্ত্তের লোকে পারে ক'র্ব্বে, স্বর্গের দেবতা স্বর্গে চ'লে যাবে !

হাফে। তাত যাবে, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে জবাব দিহিব কি হ'বে ? শত্রু পদ পীড়িত ইরাণ ভুমির উদ্ধার জন্য যে প্রতিজ্ঞা করা হ'য়েছে, সে প্রতিজ্ঞা রক্ষার কি হ'বে ? অগ্নি মন্দির রক্ষার্থে যে জীবন পন করা হ'য়েছে ? তারই বা কি হ'বে ? ঐ যে সবাই আসছে, তোমরা অন্তরালে যাও।

[হাফেজ ব্যতিত সকলের প্রস্থান।

[জিয়াফ ও অন্যান্য পারসিক যুবকগণের প্রবেশ।]

জিয়া। (ব্যঙ্গ স্বরে) এই যে আমাদের প্রধান নায়ক ! জন্ম ভুমির দুর্দ্দশা বিস্মৃত হ'য়ে অগ্নি মন্দিরের রক্ষা কার্য্য দূরে নিক্ষেপ ক'রে স্বচ্ছন্দ মনে রমণী মণ্ডলীর মধ্যবর্ত্তী নটের ন্যায় নায়কের অভিনয়ে নিযুক্ত আছেন !

পা-যুব। ছি—ছি-ছি !

জিয়া। (ঐ) শত্রু বক্ষে আমুল ছুরিকা বিদ্ধ ক'র্ত্তে গিয়ে,

নায়ক আমাদের শত্রু কন্যার নয়ন বাণে আহত হ'য়ে ফিরে এসেছেন। ইরাণ পদতলে প'ড়ে ক্রন্দন ক'চ্ছে আর উনি পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় প্রেমের সিংহাসন পেতে দাম্পত্য সুখ উপভোগের চেষ্টায় র'য়েছেন! কি সুন্দর ব্রহ্মচর্য্য? কি অপূর্ব্ব দেশ হিতৈষিতা? জননী জন্মভূমির কি সম্পূর্ণ ঋণ পরিশোধ?

সকলে। ছি-ছি-ছি!

জিয়া। নায়কবর! এখন উপায় কি? আত্ম সম্ভ্রম রক্ষা ক'র্ব্বেন, না আত্ম বলিদানে প্রস্তুত হবেন? জন্মভূমি উদ্ধারের চেষ্টা ক'র্ব্বেন, না রমণীর অঞ্চল ধারণ ক'রে থাকবেন? পাপিষ্ঠ আরব দস্যু দলনে মনোযোগী হবেন, না আরব্ধ কার্য্যে ঔদাসিন্য প্রদর্শন ক'রে জগতে কলঙ্কের পসরা মস্তকে ধারণের আদর্শ স্থল হ'বেন? কি ক'র্ব্বেন বলুন।

হাফে। আত্ম সম্ভ্রম রক্ষা ক'র্ব্ব। জননী জন্মভূমির উদ্ধার সাধন ক'র্ব্ব! পাপিষ্ঠ আরব দস্যুদগকে ইরাণের নির্দ্দিষ্ট সীমা হ'তে দূরীভূত ক'র্ব্ব।

জিয়া। উত্তম কথা! কার্য্য কই?

হাফে। উপযোগী সময়ের অপেক্ষা মাত্র! কার্য্যারম্ভ হ'য়েছে সে মাহেন্দ্রযোগ উপস্থিত হ'লেই কার্য্য শেষ হ'বে।

জিয়া। কার্য্যের প্রতিবন্ধক দূর করা তা হ'লে কর্ত্তব্য?

হাফে। অবশ্য কর্ত্তব্য!

জিয়া। আমাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস, আরব দস্যুপতির কন্যা আমাদের ইপ্সিত কার্য্যের প্রধান প্রতিবন্ধক স্বরূপ

উপস্থিত হ'য়েছে। তা'কে সন্ধান আবশ্যক।

হাফে। সাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমার কথা কহবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস, হিন্দা প্রতিবন্ধক নয়।

জিয়া। ওই জ্ঞান ও বিশ্বাসের জন্য আমরা তা'কে বিশেষ প্রতি-বন্ধক ব'লে বিবেচনা করি। অন্ধ প্রণয়ের বশবর্ত্তী হ'য়ে দেবতা ও নিজের দেবত্ব বিসর্জ্জন করে। বৃথা সময় নষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই। সর্ব্বসম্মতি ক্রমে আমরা যা স্থির ক'রেছি এখনি তা ক'র্ব্ব। একজন গিয়ে আরব দস্যুপতির কন্যাকে আনয়ন কর।

(হিন্দার প্রবেশ)

হিন্দা। আর আনয়ন ক'র্ত্তে যেতে হ'বে না। আরব সুল-তানের কন্যা আপনা আপনি এসে উপস্থিত হ'য়েছে।

জিয়া। তোমার পিত্রালয়ে না গিয়ে, তুমি এখানে কি জন্য আছ ?

হিন্দা। আমার দেবতা যেখানে আমিও সেখানে। অন্যত্র আমার স্থান নাই। অন্য গতিও আমার নাই।

জিয়া। তা না থাকতে পারে। কিন্তু তোমার গ্রাস হ'তে আমাদের নায়ককে উদ্ধার করা ব্যতিত আমাদেরও যে অন্য গতি নাই।

হিন্দা। কেন ?

জিয়া। আমাদের আরব্ধ কার্য্যের তুমিই একমাত্র প্রতিবন্ধক।

হিন্দা। কিসে প্রতিবন্ধক ?

জিয়া। তুমি শত্রু কন্যা মিত্রতার ভানে এসে যদি তুমি শত্রুতাচরণ কর।

হিন্দা। আমি শত্রুতা ক'র্ত্তে কখনও জানিনা, শত্রুতা ক'র্ত্তেও আসিনি। আমি জানি অত্যাচারিত প্রপীড়িত ইরাণী-দের রক্ষা ভার আমার দেবতার হস্তে। রণ স্থলে তাঁর পার্শ্বে দণ্ডায়মান হ'য়ে সেই রক্ষা কার্য্যের সহায়তা ক'র্ত্তে এসেছি।

জিয়া। বড়ই মিষ্ট কথা! কিন্তু ও কথায় আমরা কর্ণপাত ক'র্ত্তে পারিনা। রমণী! আমাদের আদেশ পালনে প্রস্তুত হও।

হিন্দা। কি আদেশ?

জিয়া। মৃত্যু!

হিন্দা। মৃত্যু কেন?

জিয়া। তোমার মৃত্যু ব্যতীত আমরা আমাদের নায়ককে ফিরে পাব'না।

হিন্দা। ছি ছি ছি! তোমরা তোমাদের নায়ককে কি এতই অসার বিবেচনা কর, যে একটা সামান্য স্ত্রীলোকের কুহকে মুগ্ধ হ'য়ে এত বড় বৃহৎ কার্য্য অবহেলা ক'র্ব্বেন? যে কার্য্যের মূল ইনি, যে কার্য্য সাধনের জন্য ভিখারীর বেশে আপনাদের দ্বারে দ্বারে ভ্রমন ক'রেছেন, যে কার্য্যের সিদ্ধির আশে আপনাদিগের ন্যায় মহাপ্রাণ,দেশের ধার্ম্মিক সুসন্তানদের একত্রিত ক'রেছেন; ব্রহ্মচর্য্য ব্রতধারি মহাপুরুষ কি সেই সংকল্পিত সু-কার্য্যসাধনে পরাঙ্মুখ হবেন। কখন না, কখন না। নিশ্চয়

জানবেন, সে নীচত্বের নগন্য ধাতুতে এ দেহ নির্ম্মিত নয়। তোমরা এঁকে যে অপরাধে অপরাধি ক'র্ব্বার জন্য চেষ্টা ক'চ্ছ, সে অপরাধ কি তা ইনি জানেন না। ইনি জানেন একটী মাত্র অগ্নি স্ফুলিঙ্গে একদিন সমস্ত ইরাণ দেশ প্রজ্জলিত হ'য়ে উঠ্‌বে। আর সেই মহাগ্নিতে আরবীয়দের দেহ ভস্ম রাশিতে পরিণত হবে। আর জানেন এই আরব সুলতান কন্যা হিন্দাকে! বিশেষ পরীক্ষা ক'রে তবে আমায় গ্রহণ ক'রেছেন। যে অগ্নিতে আরবীয়গণ ভস্মীভূত হবে, সেই অগ্নিতে অন্ততঃ একখানা ইন্ধনও যে আমি দিতে পার্ব্ব, সে বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা ক'রে তবে আমায় সহধর্ম্মিনী পদে বরণ ক'রেছেন।

জিয়া। কথা বড় মিষ্ট!

সকলে। খুব মিষ্ট!

জিয়া! কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে স্ত্রীলোক প্রতি বন্ধক হয় কিনা, আমরা তাই বুঝতে চাই।

হিন্দা। প্রতিবন্ধকতা স্ত্রীলোকের কার্য্য নয়।

জিয়া। তা'না হ'তে পারে, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রও অন্তঃপুর নয়!

হিন্দা। ভুল! বড়ই ভুল! স্বামীর সেবায় সন্তান পালনে যে রমণী কুসুম অপেক্ষাও কোমলা, দেশবৈরীর বিরুদ্ধে স্বামীর রক্ষার্থে সেই কুসুম সুকোমলা রমণী বীর্য্যবতী বাঘিনীর অপেক্ষাও ভীষণা।

সকলে। একথা খুব সত্য? খুব সত্য!

হিন্দা। সত্য ব্যতিত মিথ্যা ব'লতে কখনও শিখিনি। আমার একটী কথা আপনারা শুনুন।

সকলে। বলুন বলুন!

হিন্দা। বিনা যুদ্ধে যদি এই শোণিতপাত ব্যাপারের সমাধান ক'র্ত্তে পারি, তাতে আপনারা সম্মত আছেন কিনা?

সকলে। খুব সম্মত! খুব সম্মত!

হিন্দা। তা যদি হয়, তা হ'লে আমার একটি নিবেদন গ্রহণ করুন। আমি আরব সুলতানের একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা। হ'তে পারে তিনি শোণিত পিপাসু শার্দ্দূল অপেক্ষাও ভয়ানক, হ'তে পারে, তিনি রাজ্যলাভ চেষ্টায় অত্যাচারের চূড়ান্ত নিদর্শন প্রদর্শনে পশ্চাৎপদ নন; হ'তে পারে, তিনি নিজের স্বার্থ সাধন জন্য গ্রামকে গ্রাম, নগরকে নগর, দেশকে দেশ একেবারে উৎসন্ন ক'র্ত্তে পারেন। কিন্তু এটা বোধ হয় আপনারা অ-স্বীকার ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না—যে রাক্ষসেও নিজ সন্তানদের মমতা বন্ধন ছিন্ন ক'র্ত্তে পারে না।

সকলে। একথা অবশ্য স্বীকার্য্য।

হিন্দা। আমি সেইরূপ রাক্ষসের কন্যা হ'লেও, পিতা আমার মমতা বন্ধন ছিন্ন ক'র্ত্তে পার্ব্বেন না। একবার আমি চেষ্টা ক'রে দেখব' বিনা রক্তপাতে যদি এ আসন্ন সমর স্থগিত রেখে আমার স্বামীর মাতৃভূমি ইরাণ দেশকে রক্ষা ক'র্ত্তে পারি। পারি আচ্ছা, না পারি স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে ইরাণের স্বাধীনতা রক্ষার্থে এই কোমল-করে কঠিন অস্ত্র ধারণ ক'র্ব্ব। হিন্দা শমনের ভয় করে না; লৌহ বর্ম্ম পরিধান ক'রে পঞ্চাস্ত্রে বিভূষিত হ'য়ে, অশ্বারোহনে, শত্রু শ্রেণি ছিন্ন ভিন্ন ক'র্ত্তে

হিন্দা কখনও পশ্চাদ্পদ নয়! স্বামীর জন্য স্বামীর আত্মীয় স্বজনের জন্য স্বামীর সাধের জন্মভূমির জন্য কোমলা হিন্দা কঠোর হবে। হয় ইরাণ দেশ উদ্ধার ক'র্ব্ব নয় স্বামীর পার্শ্বে প্রাণ দিয়ে বীরধামে গমন ক'র্ব্ব!

সকলে। বীরপত্নি! ধন্য তুমি!

হিন্দা। আমি কি ছার! ধন্য আপনারা! ধন্য আপনাদের দে ভক্তি! এক্ষণে আমার গমনের উপায় ক'রে দিন।

জিয়া। উপায় এখনি হবে।

(এক যুবকের মৃদুস্বরে আদেশ জ্ঞাপন)

হিন্দা। দেবতা আমার! আশীর্ব্বাদ করুন, কার্য্যোদ্ধার ক'রে ফিরে এসে আবার আপনার চরণ তলে নিজ স্থান গ্রহণ করি। (আলিঙ্গন)

হাফে। এস প্রিয়তমে! অসম্ভবকে সম্ভব ক'র্ত্তে যাচ্ছ, দেখো যেন কোন বিপদে প'ড়ো না।

হিন্দা। ভগবানের আশীষ আর আপনার চরণরেণু প্রতিপদে আমায় রক্ষা ক'র্ব্বে! [সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ইউসফের বাটী।

(পরভেজ ও নুরীর প্রবেশ।)

পর। নুরু! বড় গরম রে বড় গরম।

নুরী। কি রকম?

পর। রকম ভাল, দম্‌কার হাওয়ার কাঁদে চ'ড়ে আগুনের হলকা ছুটেছে।

৩

গীত।

পর। বড় গরম ফুটেছে।
নাক্‌দে মুখ্‌দে চোখ দে কান্‌দে আগুন ছুটেছে ॥
নুরী। গরম কেনই বা ফুট্‌লো।
আগুন কেনই বা ছুটলো;
পর। ও তার মানে আছে ঠিক, নইলে কি আর অম্‌নি ফুটেছে ॥
নুরী। গরম দেহের যদি হয়,
বল ঠাণ্ডা করি নয়;
পর। ওরে তামর ভামর ভিত্‌রে আগুন জ্ব্‌লে উঠেছে।
জ্বালায় ছট্‌ফটাচ্ছি, লট্‌পটাচ্ছি পাঁজরা টুটেছে ॥

পর। এরাজ্যে আর বসতি করা হ'ল না নুরু, এ রাজ্যে আর বসতি করা হ'ল না! বড় গরম বড় গরম!

নুরী। বলি রকমটা কি?

পর। রকম আর কি? চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা! এখন তারির যোগাড় হ'চ্ছে শুন্‌ছি।

নুরী। কে যোগাড় ক'চ্ছে?

পর। যার গেছে সেই ক'চ্ছে!

নুরী। আতস বিবি! তা সে টের পেলে কি ক'রে?

পর। সেনাপাক্‌ কোতোয়ালের লোকে তো পেতে পারে?

নুরী। ও পেতে পারে! সে এখন ঢের দিনের কথা! তার মধ্যে আমরা সোরে পোড়লেই তো হোলো?

পর। তাতো হবে! কিন্তু প্রভুকে ফেলে ত সোরে যেতে পারি না?

নুরী। তিনিও আমাদের সঙ্গে চলুন।

পর। তুমি তো ফস্ ক'রে ব'লে ফেল্লে চলুন, এখন সে মড়া যায় কই! সে আতসকে পাবার জন্যে মাটী কামড়ে পড়ে থাক্‌বে।

সুবী। ফাঁকি দিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় না?

পর। তার কি চেষ্টা না ক'রেছি। সে দিন বল্লুম জাহাজ তৈরি—আপনি চলুন। আপনি যাবামাত্রই আতস বিবি এসে পৌছুবে। যেমন পৌছুনো, আর অম্‌নি জাহাজ ছেড়ে চোলে যাওয়া যাবে। এদিকে ছোক্‌রা এত বোকা, কিন্তু ওকথা শুনে বল্লে তা হবেনা, আতস বিবিকে সঙ্গে নিয়ে তবে আমি এ বাড়ী থেকে এক পা বাড়াবো।

সুবী। তবেই ত, এখন উপায়?

পর। চল দেখি আজ একটা উপায় কর্ত্তে হবে।

[প্রস্থান।

(গান করিতে করিতে ইউসফের প্রবেশ)

গীত।

তোরা কেউ আতস এঁকেছিস্।
আতসের নাক্ চোখ্ মুখ লাল টুকটুকে রংটী ফলিয়েছিস্॥
ও তার ঠোঁটের পাশে চিকণ হাসি,
মেঘের বরণ কেশের রাশি;
নরম মরম তেল তুলিতে আল্‌তা তুলেছিস্॥

(আতসের প্রবেশ)

আত। এই যে আমার ইউসফ! ইউসফ! আমার প্রাণের ইউসফ্! আমার কোলজের ধন, এমন ক'রে কেন

প'ড়ে আছ চাঁদ? আমি যে তোমাকে ফিরে পাবার জন্যে পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি! যে দিন থেকে তোমাকে হারিয়েছি, সেই দিন থেকে আমার সর্ব্বস্ব গেছে। আমার কোল্‌জে পুড়ে ছাই হ'য়ে গেছে। ওঠ ইউসফ! ওঠ, এমন ক'রে ম'রে থাকলে চ'লবে কেন ধন? ওঠ, তোমায় নিয়ে দেশত্যাগী হ'য়ে যাব। জাহাজ তো ত'য়েরি আছে। এসো আমার সঙ্গে, দুজনে গেলেই জাহাজ ছেড়ে দেবে। এ দেশে আর থাক্‌ব'না। তুমি যে আগুণ মন্দিরের একজন, বাদশা তা টের পেয়েছে। এখনি লোক জন এসে ধ'রে নে যাবে। তা মরই আর বাঁচই, ধ'রে নে যাবেই যাবে। এই সময় চল দুজনে জাহাজে ক'রে একেবারে তোমাদের সেইপাহাড়ে পালিয়ে যাই। নিশ্চিন্ত হ'য়ে চিরদিন একসঙ্গে থাক্‌বো, কেউ আর আমাদের বিচ্ছেদ ঘটাতে পার্ব্বে না।'

ইউ। তা চল, পরভেজ আসুক, একসঙ্গেই যাব।

আত। ওরা পেছনে আসবে এখন, আমরা পালাই চল, নইলে এখনি বাদশার লোক পিছমোড়া ক'রে বেঁধে নে যাবে।

ইউ। তাই তো। তবে চল। কিন্তু তুমি বরাবর আমার সঙ্গে থাক্‌বে তো, প্রতিজ্ঞা কর, থাক্‌বে তো।

আত। (গলদেশ বেড়িয়া) থাক্‌ব না তো যাব কোথা চাঁদ? তোমায় ছেড়ে আমার যা হাল্‌ হ'য়েছিল, তা ভগবানই জানেন। আবার ছাড়্‌ব? ম'লেও নয় ইউসফ ম'লেও নয়।

গীত।

আতস। আমি ম'লেও তোমায় ছাড়বো না।
মরণ কামড় কামড়ে রব তাড়িয়ে দিলেও ন'ড়বোনা ॥

ইউ। আমি এমন বোকা নয়,
সাত রাজার ধন মাণিক পেয়ে ক'র্ব্বগো নয় ছয় ;

আতস। তোমরা পুরুষ ব'লেও ভয়,
তোমাদের কাজ ফুরুলেই গা ঝাড়া দাও, ফেলা ক'রে রয় ;

ইউ। ছি ছি সবাই তেমন নয়,
আমি নই কাপুরুষ, খাঁটী পুরুষ, হোঁচট খেয়ে প'ড়বো না।
বুকের ভেতর রাখ্বো তোমায় কারুর কথা নাড়'বা না ॥

(উভয়ের প্রস্থান।)

(নুরীর প্রবেশ)

নুরী। এ তো আচ্ছা বিপদ হোলো দেখ'ছি। চেষ্টা হল এক, হ'য়ে প'ড়লো আর। কি যে হবে, কিছুইতো বুঝতে পাচ্ছি না। বিবির এত সোহাগ কেন? এর ভেতর কি একটা মাচ্‌কো ফের আছেই আছে।

(পরভেজের প্রবেশ।)

পর। প্রভু এখানে এসেছিলেন না?

নুরী। আর প্রভু! সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেছে। তুমি যাবার পরই আতস বিবি এসে হাজির!

পর। সেকি রে? তার পর?

নুরী। তার পর কত সোহাগ দেখিয়ে, কত ক'রে বাদশার ভয় দেখিয়ে, তাঁকে লুকিয়ে ল'য়ে গেল?

পর। আর তুই ফ্যাল্‌ ফেলিয়ে চেয়ে রইলি?

নুরী। তা কি ক'র্ব্ব!

পব। বেটীকে আট্‌কে রাখতে পাল্লিনি? তা যাই হোক্ কোথায় নিযে গেল তা কিছু বোল্লে?

সুবী। বোল্লে এ দেশে থাক্‌'ব না। জাহাজ তোইবি আছে, ওঁকে নিযে সেই আগুণের পাহাড়ে গিয়ে থাক্‌বে।

পব। বটে! ওঃ! এব ভেতর কি একটা কৌশল আছে। আতস বেটী কারুর অস্ত্র হ'যে গলা কাট্‌তে এসেছিল। চ-চ আমবা ও যাই চ! এখনি না গিয়ে ধ'র্ত্তে পাল্লে হযতো একটা বিষম সর্ব্বনাশ হ'যে যাবে। চ—চ শিগ্‌গিব চ।

সুবী। যাই যাই। টাকা কড়ি গুছিযে নিই।

পর। শিগ্‌গিব নে শিগ্‌গির নে চ—চ!

সুবী। এই যে এই যে। জিনিষ পত্তব যত গুলো পাবি নিযে নিই।

পব। আরে মর্! ও ডেওযো ঢাকনা নিযে কি হবে। শিগ্‌গির চ—শিগ্‌গি চ। আরে মোলো, তবু দেরি করে। চ-নাবে চ-না!

(সুরীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

(বর্ম্মাবৃত বাদশাহ ও ইয়াকুব।)

ইযা। আজ্ঞে হ্যাঁ জাঁহাপনা—শিরস্ত্রান!

বাদ। কই?

ইযা। তাইতো জাঁহাপনা কই!

বাদ। ওই বুঝি?

ইযা। আজ্ঞে হ্যাঁ জাঁহাপনা ওই বুঝি!

বাদ। বুঝিতে চলবে না—ঠিক কিনা?

ইযা। তাই তো জাঁহাপনা ঠিক কি না!

বাদ। দূব নির্ব্বোধ!

ইযা। আজ্ঞে না।

বাদ। ওই টে ঠিক্ না ওইটে ঠিক?

ইযা। আজ্ঞে জাঁহাপনা! ওইটে ঠিক না ওইটে ঠিক্?

বাদ। ভাল ওইটে দে।

ইযা। আজ্ঞে জাঁহাপনা!

(শিবস্ত্রান প্রদান)

বাদ। তোব পোষাক কোথায?

ইযা। আজ্ঞে জাঁহাপনা—পুঁটুলির ভেতব।

বাদ। কেন?

ইযা। দরকাব হয পোর্ব্বো নইলে মিছে লাট ক'র্ব্ব কেন জাঁহাপনা!

বাদ। যুদ্ধে যাবি—প'র্ব্বি না!

ইযা। আজ্ঞে জাঁহাপনা, মাছ ধ'র্ত্তে হয, কাদা মাখবো, নইলে ফাঁকি মেরে কাজ হাসিল হয তো, অত ভাব বোঝা গায়ে চড়াবো কেন?

বাদ। তোকে সব আগে ঠেলে দো'ব!

ইয়া। না জাঁহাপনা, তা হবে না, আমি আপনাব ল্যাজ ছাড়্‌বোনা?

বাদ। আমার ল্যাজ?

ইয়া। আজ্ঞে না জাঁহাপনা ওই পেছন পেছন ল্যাজেরি জায়গা।

বাদ। বেস এখন যা সাজাদাকে ডেকে আন। (ইয়াকুবের প্রস্থান) আর যাবে কোথা ? এইবার ইরাণীদের শেষ আশা নির্ম্মূল হবে! স্বাধীনতার আশা, সমুদ্রের জলে বিসর্জ্জন ক'রে এইবার হতভাগারা—পরাধীনতার শৃঙ্খল আপন হাতে তুলে নেবে।

(ইয়াকুব সহ সাহাজাদার প্রবেশ।)

ইয়া। হুজুর! সাহাজাদা উপস্থিত!

বাদ। সমস্ত ঠিক হ'য়েছে ?

সাহা। আজ্ঞে হ্যাঁ!

বাদ। কোন দিকে কোন অভাব নেই! শৃঙ্খলামত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হ'য়েছে ?

সাহা। আজ্ঞে হ্যাঁ।

বাদ। গয়বীরকে লয়ে নর্ত্তকীর পোত ঠিক প্রস্তুত হ'য়ে আছে ?

সাহা। আজ্ঞে হ্যাঁ!

বাদ। কত রণতরি সজ্জিত হ'য়েছে ? সৈন্য সংখ্যাই বা কত ?

সাহা। বিংশতি রণতরি সজ্জিত হ'য়েছে। প্রত্যেক রণ-তরিতে পাঁচশত সৈন্য প্রস্তুত আছে।

বাদ। গয়বীরের পোতের কত পশ্চাতে রণতরির গমন নির্দ্ধার্য্য হোয়েছে ?

সাহা। পাঁচশত হস্ত দূরে দূরে।

বাদ। সন্দিগ্ধ হবার কোন কারণ রাখা হয়নি ?

সাহা। আজ্ঞে না। সেটা নির্ব্বোধ! বিশেষ নর্ত্তকীটার প্রেমের উন্মাদ। নর্ত্তকীটা দড়ি ধ'রে তারে বানরের মত নাচাচ্ছে।

ইয়া। (জনান্তিকে) ঠিক্ ঠিক্ সাহাজাদা! ও কাজের মজাই ওই। নির্ব্বোধই হোক্ আর বুদ্ধিমানই হোক্ ও কাজে সকল মিঞাকেই বানর নাচ নাচতে হয়।

সাহা। (ঐ) চুপ্!

ইয়া (ঐ) আজ্ঞে হ্যাঁ চুপ্!

বাদ। হ্যাঁ, আমার পোত প্রস্তুত আছে ?

সাহা। আজ্ঞে হ্যাঁ পিতঃ!

বাদ। তবে আর বিলম্ব কি ? প্রাসাদের ছাদ হ'তে নীল নিশান ওড়াওগে!

সাহা। যে আজ্ঞা!　　　　　　　　　　(প্রস্থান)

বাদ। কেমন ইয়াকুব কেমন ?

ইয়া। হাঁ জাঁহাপনা। খুব কেমন।

বাদ। কত সৈন্য যাচ্ছে বল্ দেখি ?

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা, তা কেমন ক'রে জানবো ?

বাদ। পাঁচশত ক'রে এক এক খানায় হ'লে কুড়ি খানায় কত হয় ?

ইয়া। আজ্ঞে জাঁহাপনা—হিসাবের কথা! তা জানিলে কি বড় লোকের দুয়ারে দাঁত খিঁচিয়ে খেতে হয়।

বাদ। দূর নির্ব্বোধ!

ইয়া। আজ্ঞে না ওই টে না! ঐ কথাটী মাফ্ ক'র্ব্বেন।

(একজন রক্ষীর প্রবেশ।)

রক্ষী। জাঁহাপনা! সাহাজাদি আস্‌ছেন!

বাদ। সাহাজাদি? কে আস্‌তে দিলে?

রক্ষী। আজ্ঞে তিনি আপনিই আসছেন, কেউ বাধা দিতে সাহস পায় নি!

বাদ। কেন পায় নি? অবশ্য বাধা দেওয়া উচিত ছিল।

(হিন্দার প্রবেশ।)

হিন্দা। কি উচিত ছিল পিতঃ!

বাদ। বাদশার বিনানুমতিতে যে বাদ্‌শার দুর্গে প্রবেশ ক'র্ত্তে অগ্রসর হয়, তাকে বাধা দেওয়া রক্ষীদের উচিত ছিল!

রক্ষী। রক্ষীদের সাধ্য যা, তাই ক'রেছে, অসাধ্য যা তা পারেনি।

বাদ। অসাধ্য কি?

হিন্দা। বাদশার একমাত্র দুহিতাকে বাদশার নিকট আস্‌তে বাধা দেওয়া!

বাদ। বাদশার দুহিতা যদি নিজের পদ মর্য্যাদা নিজে নষ্ট ক'রে থাকে? আত্মীয়তা বিসর্জ্জন ক'রে যদি পরকে আপন ক'রে থাকে? অকলঙ্ক কুলে কলঙ্ক লেপন ক'রে যদি সেই পরের অঙ্কশায়িনী হ'য়ে থাকে?

হিন্দা। তা সে করেনি।

বাদ। অবশ্য ক'রেছে। আমি বাদানুবাদ ক'র্ত্তে চাই না। আমার সময় বড়ই অল্প!

হিন্দা। পিতঃ! ক্রুদ্ধ হবেন না! মাতৃহীনা একমাত্র কন্যার কথা শুনুন।

বাদ। কি ?

হিন্দা। পিতঃ! এ রণবেশ কেন ?

বাদ। অগ্নি দেউলের গয়বীর বংশ ধ্বংসের জন্য !

হিন্দা। ধ্বংসে লাভ ?

বাদ। লাভ ইরাণীদের সম্পূর্ণ রূপ স্বাধীনতা হরণ !

হিন্দা। অসম্ভব !

বাদ। কিসে ?

হিন্দা। সর্ব্ব প্রকারে। ইরাণ রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ কর্ত্তে পারেন, কিন্তু সমগ্র ইরাণীদের স্বাধীনতা হরণ করা আরব সুলতানের সাধ্যও নয়।

বাদ। কিসে নয় ?

হিন্দা। তাদের রাজার রাজ্য মাত্র দখল ক'র্ব্বেন অথচ তা'রা যে স্বাধীন, সেই স্বাধীনই থাকিবে।

বাদ। এ পাগলের কথা।

হিন্দা। না পিতঃ, এ পাগলের কথা নয়। একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে, এ কথা পাগলের কথা ব'লে বোধ হবে না।

বাদ। কি বল শুন্‌ছি।

হিন্দা। পররাজ্য গ্রহণের পর, সে রাজ্য শাসন করা চাই ত'! সে রাজ্যের প্রজাবর্গকে পালন করা চাই'ত ?

বাদ। অবশ্য চাই।

হিন্দা। আপনি বাহুবলে ইরাণ রাজকে জয় ক'রেছেন, উত্তম! ইরাণীদের নিকট তাঁর যা প্রাপ্য ছিল, আপনি স্বদেশে ব'সে তাই প্রাপ্ত হবেন। রাজ সম্মান ও রাজকর প্রদানে ইরাণীরা কখনই অসম্মত হবে না।

বাদ। উত্তম পরামর্শ! কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে এ পরামর্শ গ্রহণের কোন প্রয়োজন দেখি না।

হিন্দা। পিতঃ! কর জোড়ে প্রার্থনা কর্চ্ছি সৎপরামর্শ গ্রহণ করুন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল ক'র্বেন।

বাদ। আমার মঙ্গলামঙ্গলের চিন্তা আমি জানি। বালিকা! এখন তোমার ইচ্ছা হয় অন্দরে যাও, নচেৎ যদৃচ্ছা পন্থা অবলম্বন কর।

হিন্দা। আমি দেবতার আশ্রিত, আমার পক্ষে অন্দর বাহির দুইই সমান।

বাদ। তাই হোক্! সম্বন্ধচ্যুত প্রগল্‌ভা কন্যা আমার চক্ষুঃশূল!

(হিন্দা ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

হিন্দা (স্বগতঃ) আত্মস্বার্থে এত অন্ধ! ছি—ছি—ছি। আরব উন্নতির সর্ব্বোচ্চশিখরে আরোহণ করেছো, ঈশ্বরের নিয়ম, এইবার অবনতির অতল স্পর্শ গহ্বরে অবরোহণ ক'র্ত্তে হবে। (প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

অগ্নি মন্দিরের পুরোভাগ।

(বাঁদীগণের গীত।)

আমাদের মেঘঢাকা চাঁদ ফুটবে লো আবার
আলোর ছটা ছুট্‌বে চারি ধার॥
বইবে পবন ফুলের বাস মেখে,
ছাইবে গগন চকোর পাখী মধুর ডাক ডেকে;
উথলে ছুলে উঠ্‌বে চারিধার।
সুরে মিলে সুর, উপরে নীচে বাজ্‌বে প্রেমের তার॥

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

(সকলের ত্রস্ত চকিত ভাব।)

(বেগে নুরী ও পরভেজের প্রবেশ।)

পর। আরে ছুঁড়িরা পালা—পালা—ওই মন্দিরের ভেতর যা! আরবীরা আসছে, এখনি জ্যান্ত গিলে ফেলবে।

(বাঁদীগণের প্রস্থান)

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

নুরী। ওগো! আমি কি ক'র্ব্ব?

পর। তুইও ওর ভেতর যা!

নুরী। আমার জিনিষ পত্তোর? পোঁটলা পুঁটুলি? টাকা কড়ি?

পর। মর্ ছুঁড়ি! ধন আগে না প্রাণ আগে!

নুরী। আমি এত ক'রে—বোয়ে নিয়ে এলুম যে!

পর। যাদের জন্যে এনেছিস তারা নেবে এখন। এখন হয় পালা, না হয় জিনিষ পত্তোর নিয়ে মর্।

নুরী। যে কটা হয় আমার কাঁকে তুলে দাও না।

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো।

পর। ওই আস্‌ছে, কাঁকে তোলাচ্ছে।

নুরী। ওগো ওই টাকার থোলেটা—টাকার থোলেটা—

পর। মর ছুঁড়ি! পালাত'!

(নুরীকে ঠেলিয়া বাহির করিয়া দেওন।)

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

(হাফেজ, জিযাফ ও অন্যান্য পারসীক যুবকগণের প্রবেশ।)

হাফে। কে এ সর্ব্বনাশ ক'ল্লে! এ গুপ্ত পথের সন্ধান কে ওদের দিলে?

পর। কে আর দেবে? আপনাদেরই একজন দিয়েছে।

হাফে। কে সে?

পর। ইউসফ সাহেব! একটা নর্ত্তকীর প্রেমে প'ড়ে এই সর্ব্বনাশ ক'রেছে।

হাফে। কোথায় তারা?

পর। ভগবান অগ্নিদেব বিশ্বাস ঘাতক কে উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন।

হাফে। কি রকম?

পর। গুপ্তপথ প্রবেশের উভয় পার্শ্বে যে চোরা বালি আছে, আরবীয়দের পথ দেখাতে গিয়ে হঠাৎ দুজনেই সেই চোরা বালির ওপর প'ড়ে যায়। পরিত্রাহি চিৎকার ক'র্ত্তে থাকে। আরবীয়েরা সে চিৎকারে কর্ণপাত না ক'রে, গুপ্তপথ অবলম্বনে অগ্রসর হ'তে থাকে। আমি যখন দেখ্‌লেম, তখন কেবল মাত্র মুখ দুটী জেগে আছে। দুই চক্ষে জলধারা প'ড়েছে আর ব'ল্‌ছে কেউ যদি আমাদের রক্ষা কর, তাকে সর্ব্বস্ব অর্পণ ক'র্ব্বো। আমি বহুদিন তাঁদের অন্নভোক্তা তাঁকে বহুবিপদ হ'তে বহুবার রক্ষা কর্ব্বার চেষ্টা ক'রেছি। রক্ষা ক'র্ত্তে পেরেছি কি না তা ভগবান অগ্নিদেব জানেন। কিন্তু স্বদেশদ্রোহীকে এবার রক্ষা

করা কর্ত্তব্য নয়, এবং আমার দ্বারা তা অসম্ভব জেনে আমি অন্যন্যোপায় হ'য়ে চ'লে এলেম।

হাফে। উত্তম ক'রেছ। সে নরাধমকে রক্ষার যে কোন রূপ চেষ্টা হয়নি, এতে আমি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হোলেম। এখন ও বিষয় চিন্তা কর্ব্বার আর সময় নাই, সম্মুখে সমূহ বিপদ উপস্থিত!

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো।

হাফে। আরবীয়গণ ক্রমেই অগ্রসর হোচ্চে, আর নিস্তব্ধ থাকা উচিত নয়। ভ্রাতৃগণ! এইবার অগ্নিদেবকে প্রণাম ক'রে তাঁর মন্দির রক্ষার্থে সমর সাগরে ঝম্প প্রদান করা যাক্!

নেপথ্যে। আল্লা ল্লা হো!

সকলে। জয় অগ্নিদেবকি জয়!

(সকলের গীত।)

ভীম ভ্রুকুটী ভঙ্গে চলি চল রণরঙ্গে,
মাতিগে আযতি সঙ্গে, সাঙ্গো পাঙ্গো মিসিযা।
ভীষ্ম ভযাল ভল্লে, শেল মূষল শল্যে,
মুদ্গার গদা মল্লে উল্লাসে লহ তুলিযা॥
টঙ্কারি ধনু টানি আকর্ণ;
জুড়ি জুড়ি বাণ বিবিধ বর্ণ;
হান্ হান্, হানি, ছিন্ন ভিন্ন কর অরি দলে দলিয়া।
কৃপাণে ভুণ্ড করি নিখণ্ড সাজহ মুণ্ড মালিযা॥

(পরভেজ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।)

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

নেপথ্যে। জয় অগ্নিদেবকি জয়!

পর। যুদ্ধ তো বাধলো। এখন জয় পরাজয়! ভগবান অগ্নিদেব জানেন। ইরাণের শিরোমণি তিনি। রক্ষা ভার তাঁরই। যুবকেরা উপলক্ষ মাত্র! যাই অগ্রসর হ'য়ে দেখি! এই শূলের আঘাতে যদি অন্ততঃ একজন শত্রু বিনাশ ক'রে মরি, তাহ'লে ও জানব যে আমার মৃত্যু সুখের মৃত্যু, অসুখের নয়।

(প্রস্থান।)

(উন্মুক্ত তরবারি হস্তে হাফেজ, ধনু করে হিন্দা ও শূল হস্তে পরভেজের প্রবেশ।)

হাফে। গেল—সমস্ত গেল। ও ক'জন আর কতক্ষণ? ঐ গেল ঐ গেল! একজনের ওপর দশ বিশ জন আরব চেপে পড়েছে আর কতক্ষণ?

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

হাফে। এইবার ক্ষুধার্থ শার্দ্দূলের মত পাপিষ্ঠেরা এই দিকে আসছে! এস আমরা যতক্ষণ পারি অগ্নি দেউল রক্ষা করি! জয় অগ্নিদেব!

(এক একবার গমন ও আরব ছিন্ন মুণ্ড আনয়ন ও ক্ষেপন, হিন্দার অনবরত বান বর্ষণ।)

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

পর। প্রভু! সমুদ্র তরঙ্গের মত আরবীয়েরা আসছে। আপনার সর্ব্বাঙ্গে শোণিতে ভেসে গেছে!

হাফে। তা যাক! এখনও তরবারি ধারণের ক্ষমতা হস্তে

যথেষ্ট রয়েছ! আরবীয়ের সৈন্য বেগে প্রতিরোধের চেষ্টা যতক্ষণ পা'র্ব্ব ক'র্ব্বে। তারপর যা আছে অদৃষ্টে তাই হবে। অতিরিক্ত শ্রমে প্রয়োজন নাই হিন্দা!

হিন্দা। না—প্রভু না! হিন্দা আপনার দুর্ব্বল হস্তে শরাসন ধারণ করে না!

পর। আশ্চর্য্য প্রভু! দেখুন—দেখুন এর একটী লক্ষ্য ও ব্যর্থ হ'চ্ছে না।

নেপথ্যে। আল্লা—ল্লা—হো!

হাফে। জয় অগ্নিদেবকি জয়!　　　　(বেগে প্রস্থান)

পর। কি ভীষণ! কি ভীষণ! এক—দুই—তিন—চার—আহা হা ভূপতিত হোলেন! ওই বুঝি পাপাত্মাবা বন্দি ক'ল্লে!

হিন্দা। কই? কই?

(অগ্রসর হইবার সময় একটী শর আসিয়া হিন্দাব বক্ষে বিদ্ধ হওন)

হিন্দা। উঃ! (পতন)

পর। আহাহা! দুরাত্মা একি ক'ল্লি?

(নেপথ্যাভিমুখে শূল নিক্ষেপ।)

হিন্দা। ওহো—হো! আমার হাফেজ কই?

(বাদসাহ ও সাহাজাদা প্রভৃতির প্রবেশ।

বাদ। কই? কই?

পর। আরব সম্রাট! ওই দেখ ওই!

বাদ। একি! একি! কে এ কাজ কল্লে?

পর। আপনারই কোন সেনানায়ক!

বাদ। আমার যে একমাত্র কন্যা।

হিন্দা। পিতঃ! এসেছেন? পদধূলি দিন।

বাদ। বৎসে! আমি কি এই দেখবার জন্যে এত কষ্টে অগ্নি মন্দির অধিকার ক'ল্লেম। হা সমরু! তুমি তোমার যে অমূল্য নিধিটি আমার নিকট গচ্ছিত রেখে স্বর্গে গমন করে'ছ, আমি'ত রক্ষা ক'র্ত্তে পাল্লেম না! দুরন্ত কাল অকালে আমার কোল থেকে তাকে ছিন্ন ক'রে নিলে। হিন্দা! মা আমার! আমায় কেন পরিত্যাগ ক'রে এ সর্ব্বনেশে স্থানে পদার্পণ ক'রে ছিলে? যে জন্য তুমি এসেছিলে, তাতো নিজের মন্দিরে বোসেই লাভ ক'র্ত্তে পার্ত্তে!

হিন্দা। না পিতঃ! অসম্ভব কখনও সম্ভব হোতো না। আপনার প্রধান শত্রু হাফেজ আমার দেবতা! সেই দেবতার পূজায় প্রাণ সমর্পণ ক'র্ত্তে এখানে এসে ছিলেম।

বাদ। এসে এই সর্ব্বনাশ সাধন ক'ল্লে মা?

হিন্দা। কই সর্ব্বনাশ পিতঃ! প্রাণেশ্বরের সাহার্য্যে প্রেমের মন্দিরে আত্ম বলিদান তো সর্ব্বনাশ নয়! আমায় আশীর্ব্বাদ করুন, স্বর্গীয় প্রেমের জ্বলন্ত আলোকে আলোকিত হোয়ে আমার হাফেজের পায়ে মাথা রেখে, এই দুঃখময় পৃথিবী পরিত্যাগ করি। হাফেজ! হাফেজ! কোথায় তুমি? একবার এসে দেখা দাও!

(প্রহরি বেষ্টিত হাফেজের প্রবেশ)

হাফে। কই ? কই ? আমার জীবন সঙ্গিনী হিন্দা কোথায়? এই যে! ওহো হো! একি ? একি ? হিন্দা! হিন্দা! আমায় পরিত্যাগ ক'রে তুমি কোথায় যাচ্ছ ?

হিন্দা। স্বর্গে! হাফেজ স্বর্গে! তোমার জন্য প্রেমের আসন পেতে রাখতে আগে ভাগে ঐ স্বর্গে গমন ক'চ্ছি। যত শীঘ্র পার পশ্চাতে এস। আমি চল্লেম। (মৃত্যু)

হাফে। সাধ্য কি তোমার হিন্দা, যে তুমি একলা যাবে! জীবনের সঙ্গিনী! চল মরণে ও একসঙ্গে যাই। (মৃত্যু)

বাদ্। একি হ'ল ? এমন অদ্ভুত মরণ তো কখনও দেখা যায় নি!

পর। স্বর্গীয় প্রেমের অটুট বন্ধন। এ বন্ধন ছিন্ন হয় না। জীবনে মরণে সমান ভাবে থাকে।

(মেঘাড়ম্বর ঘোর অন্ধকারে হঠাৎ চতুর্দ্দিক পূর্ণ . পরক্ষণেই অন্ধকার অপসৃত।)

বাদ্। কই ? কই ? হিন্দা হাফেজের মৃত দেহ কোথায় গেল ?

পর। দেবতার দেহ মর্ত্তভুমি ত্যাগ ক'রে, ওই দেখুন স্বর্গের দিকে চ'লেছে।

বাদ্। কই ?

পর। ওই যে শ্বেতবর্ণ দুইটী পক্ষী অগ্নি মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেল। আহা জাঁহাপনা! দেখ্‌লেন কি সুন্দর দৃশ্য। কি অফুরন্ত প্রেমের আনন্দ ভাণ্ডার হ'তে দুটী অমূল্য রত্ন ভগবানের ইচ্ছায় এই পৃথিবীতে এসে,

নিঃস্বার্থ প্রেমের বিস্তর রহস্য প্রকাশ ক'রে, জগতকে নূতন শিক্ষায় শিক্ষিত ক'রে চ'লে গেল। বাদশাহ! ওরা মর্ত্তের নয় ওরা স্বর্গের।

বাদ। তুমি যথার্থ ব'লেছ, ওরা মর্ত্তের নয়—ওরা স্বর্গের দেব দেবী। সাহাজাদা! এই স্থানে জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভাস্কর ও স্থপতিগণকে আহ্বান ক'রে এক অত্যুচ্চ মর্ম্মর স্তম্ভ নির্ম্মাণের আদেশ দাও। সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্যকারের দ্বারা এই প্রেম কাহিনী লিপিবদ্ধ করে নিপুণ মণিকারগণের দ্বারা মণি মাণিক্যের অক্ষরে স্তম্ভগাত্রে সেই কাহিনী অঙ্কিত করাও। আর সমস্ত ইরাণময় ঘোষণা দাও আজ হ'তে ইরাণবাসী স্বাধীন। অধিনতার লৌহ শৃঙ্খলে আর তারা আবদ্ধ নয়। স্বাধীনতার স্বৈখ-শ্চর্য্যে তাদের ঐশ্বর্য্যবান দেখে পরম পরিতুষ্টভাবে আমরা স্বদেশ প্রস্থান ক'ল্লেম জগদীশ্বর তাদের মঙ্গল করুন। শান্তিময়ের প্রসাদে তারা চির শান্তিলাভ করুন।

সাহা। যে আজ্ঞা পিতঃ! অবিলম্বে আপনার আদেশপালিত হবে। (প্রস্থান।)

পর। বাদশাহ তুমি ধন্য। (প্রস্থান)

ক্রোড়াঙ্ক।

স্বর্গীয় দৃশ্য শূন্যমার্গে হুরিগণ মধ্যে উজ্জ্বলাসনে

হিন্দা-হাফেজ।

(হুরীগণের গীত।)

গীত।

চির প্রোজ্জ্বলিত পূত আননে বসি উজ্জ্বল রূপ বিকাশি।
দেব দম্পতি আজি চলিল রে   মুখে মাখা মৃদুমৃদুহাসি॥
শুভ্র স্বর্গীয় ভাবে বিভোরা।
রূপ চৌদিকে করি উজোরা,
প্রেম পূর্ণিত প্রিয় পিরিতি ধারে সঞ্চিত সুধা পিয়াসো।
প্রতি পলকে দোঁহে পিয়িছেরে—হা! প্রেম রস প্রয়াসা॥

যবনিকা পতন।

